হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 6, Issue No. 8, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, July 2017

যখন সন্ন্যাসী হই, তখন বুঝেসুঝেই এ পথ বেছে নিয়েছিলাম; বুঝেছিলাম অনাহারে মরতে হবে। তাতে কি হয়েছে? আমি তো ভিখারী; আমার বন্ধুরা সব গরিব; গরিবদের আমি ভালোবাসি; দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করি। কখন কখন যে আমায় উপবাস ক'রে কাটাতে হয়, তাতে আমি খুশী। আমি কাহারও সাহায্য চাই না - তার প্রয়োজন কি?

—স্বামী বিবেকানন্দ

হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ প্রশাসন

জেহাদী আক্রমণে জ্বলছে পশ্চিমবঙ্গ

জেহাদী আক্রমণে বিধ্বস্ত বাদুড়িয়া সহ বিস্তৃত অঞ্চলের খণ্ডচিত্র

ফেসবুকে সামান্য একটা পোস্ট নিয়ে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া-সহ বিস্তৃত অঞ্চল। গোলমাল এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং প্রকাশ্যে মারধোর কিছুই বাকি রাখেনি আক্রমণকারীরা। এর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নলিয়াখালি, মালদার কালিয়াচক, হাওড়ার ধূলাগড়ে আক্রমণকারীদের শিকার হয়েছিল সাধারণ মানুষ। এবার বাদুড়িয়ায় যা ঘটল পূর্ববর্তী ঘটনাগুলোকেও অতিক্রম করে গেছে বলে বিশিষ্টজনেরা মন্তব্য করেছেন।

ঘটনার সূত্রপাত, বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত মাগুড়িয়া গ্রামের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সৌভিক সরকারের রবিবার (২রা জুলাই) ফেসবুকে একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে। ঐ পোস্টে নাকি ইসলামকে অবমাননা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে ইসলামিক সম্প্রদায়ের মানুষেরা। পুলিশ সেই রাতেই সৌভিককে গ্রেফতার করলেও পরেরদিন মুসলমানেরা বহু সংখ্যায় জড়ো হয়ে সৌভিকের বাড়ি আক্রমণ করে। বাড়ি ভাঙচুরের সঙ্গে সঙ্গে আগুন দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। মুসলমানদের দাবি সৌভিককে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

সোমবার সকাল থেকেই আক্রমণের তীব্রতা বাড়তে থাকে। মসজিদ থেকে ঘোষণা করে হাজার হাজার মুসলমান জড়ো করা হয়। বাদুড়িয়ার আশেপাশের এলাকার প্রায় ৩০ কিমি রাস্তা অবরোধ করে তারা। এই অবরোধের মধ্যে এক পরিবার যাচ্ছিল মৃতদেহ সৎকারের জন্য। বাঁশতলা থেকে আগত সেই শববাহী গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর করে এবং পরিবারের লোকজনকে হেনস্থা করে গাড়িটিকে ফেরত পাঠানো হয়। গাড়ীর ড্রাইভারকে মেরে হাত ভেঙে দেওয়া হয় এবং শব টেনে গাড়ী থেকে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সকাল ৫টা থেকে কেওশা বাজারে অবরোধ শুরু হয়। তারপর বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাঁশতলা, রামচন্দ্রপুর, তেঁতুলিয়া, গোকুলপুর রাস্তা অবরোধ করে। গাড়ির টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তায় ফেলে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দুদের দোকান ও ঘরবাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। লুটপাটের খবর বহু জায়গা থেকে পাওয়া গেছে। বিশেষ করে বাদুড়িয়ার রুদ্রপুর ও তেঁতুলিয়া বাজারে হিন্দু বাড়ি ও দোকানগুলির ক্ষতি হয় বেশি। রুদ্রপুরে অনিল সরকারের হোটেলে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় মুসলমানেরা। মগরায় কার্তিক মন্ডলের বাড়ি, তপন ঘোষের মিষ্টির দোকান ভাঙচুর করে লুঠ করা হয়। উল্টোরথের দিন সন্ধ্যায় বসিরহাট শহরে কালীবাড়ি পাড়ার রথ আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ আক্রমণকারীদের বাধা দিতে গেলে তাদের মারে দুইজন পুলিশ আহত হয়। বসিরহাটের পাইকপাড়ায় একটি কালিমন্দির ব্যাপক ভাঙচুর করে দাঙ্গাকারীরা।

তেঁতুলিয়া বাজারের পরিস্থিতি ছিল ভয়ঙ্কর। সেখানে হিন্দুদের একটার পর একটা দোকানে লুটপাট চালিয়ে ভাঙচুর করে মুসলিম জনতা। রিপন বিশ্বাস ও গোবিন্দ বিশ্বাসের ওষুধের দোকান, অভিজিৎ বিশ্বাসের স্টেশনারী দোকান, নীলকমল মন্ডলের ফুলের দোকান, মহেন্দ্রনাথ রায়ের সেলুন, মিঠুন রায়ের কম্পিউটার ও মোবাইলের দোকান, শৈলেন্দ্রনাথ মন্ডলের চায়ের দোকান, কানাই বিশ্বাসের পানের দোকান, রামকৃষ্ণ আমিনের টায়ারের দোকান, সুভাষ রায়ের সেলুন, গোপাল মোদকের মিস্টির দোকান, তপন গায়েনের

শেষাংশ ৫ পাতায়

কোলাঘাটে আক্রান্ত হিন্দু সংহতি কর্মী
পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় অবাধে ঘুরছে দুষ্কৃতি

৩০শে জুন রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ বাড়ি ফিরছিল কোলাঘাটের হিন্দু সংহতির কর্মী অনুপম মন্ডল। রাস্তায় আনিসুর মল্লিক ও তার দুইজন বন্ধু অকারণে অনুপমকে উদ্দেশ্য করে অপমানজনক কথা বলে, তার পরিবার নিয়ে অশ্লীল মন্তব্যও করে তারা। অনুপম তাদের কথার প্রতিবাদ করায় বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। এরমধ্যেই আনিসুর ভোজালি বের করে অনুপমের হাতে আঘাত করে। আঙুলে অনেকটা অংশ কেটে যায়। প্রাথমিক ঝটকা সামলে অনুপম আক্রমণকারীদের উপর ঝাপিয়ে পরে এবং তাদের হাতের ভোজালি কেড়ে নিয়ে তাদেরকেই আক্রমণ করে। প্রতিআক্রমণের ফলে আনিসুর ও তার সঙ্গীরা সেখান থেকে পালাতে বাধ্য হয় আর অনুপম আহত অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসে।

ঘটনা এখানে শেষ নয়। আনিসুর মল্লিক তার সম্প্রদায়ের প্রায় ২০০ লোক নিয়ে রাত দশটা নাগাদ অনুপমের বাড়িতে হামলা করে। বাড়ির লোকদের তুমুল গালিগালাজ করার সাথে সাথে ইঁটবৃষ্টি হতে থাকে অনুপমের বাড়িতে। স্থানীয় কোলাঘাট থানায় খবর দিলে জনৈক সাব ইন্সপেক্টর কতিপয় পুলিশ

নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কিন্তু দুই শতাধিক উন্মত্ত জেহাদি জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাদের ছিলনা। বরং জেহাদিদের ছোঁড়া পাথরের আঘাতে সেই অফিসার স্বয়ং আহত হন। এরপর কোলাঘাট থানার ওসি-র নেতৃত্বে আরও বড় পুলিশবাহিনী এলাকায় পৌঁছায় কিন্তু এলাকায় পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে তারা অনুপমকে ও তার পরিবারকে তাদের বাড়ি ছেড়ে কোলাঘাট থানায় আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেন। কোলাঘাট থানায় যাবার পথে পুলিশ ফের তাদের মত বদলায় এবং

শেষাংশ ৪ পাতায়

‘লাভ জেহাদ’ শিলচর হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ,
পুলিশের ১০ রাউন্ড শূন্যে গুলি

শিলচর জানিগঞ্জের পাল পদবির এক হিন্দু যুবতীকে ওয়াটার ওয়ার্কস রোডের এক মুসলিম যুবক পালিয়ে নিয়ে যায় কয়েক সপ্তাহ আগে। এই ‘লাভ জেহাদকে’ কেন্দ্র করে ৬ই এপ্রিল গোটা শহর থমথমে ভাব হয়ে যায়। ঘটে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ এবং অগ্নিসংযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের লাঠিচার্জ সহ ১০ রাউন্ড শূন্যে গুলি চালাতে হয়।

ঘটনার বিবরণ, গত কয়েকমাস আগে শিলচর জানিগঞ্জের প্রিয়াঙ্কা পালকে শিলচর ওয়াটার ওয়ার্কস রোডের এক মুসলিম যুবক পালিয়ে নিয়ে যায় প্রেমের নাম করে। পরে যুবতীটিকে পুলিশ ধরে ফেলে ও যুবকটি পালিয়ে যায়, তারপর যুবতীটিকে উজালা নামের একটি হোমে পাঠানো হয়। ৭ই এপ্রিল যুবতীটিকে আদালতে তোলা হয় তার জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য। ইত্যবসরে ইমদাদ হোসেন নামের এক মুসিলম যুবক হিন্দু সম্প্রদায় এবং হিন্দুদের দেব-দেবী নিয়ে আপত্তিজনক বক্তব্য করে সোস্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও আপলোড করে, সঙ্গে সঙ্গে ভিডিওটি

ভাইরাল হয়। এই নিয়েই গোটা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

হিন্দু সংহতির কাছে একটি গোপন সূত্রে খবর আসে যে, ৭ তারিখের পরিবর্তে ৬ তারিখ যুবতীটিকে আদালতে তোলা হবে জবানবন্দী নেওয়ার জন্য। সেই খবর চাউর হতেই হিন্দু সংহতির কার্যকর্তারা জড় হতে আরম্ভ করে আদালতের সম্মুখে, তারসঙ্গে আরও অনেক হিন্দু সংগঠন ও হিন্দু বুদ্ধিজীবিরাও জমায়েত হন। আর ঠিক তখনই এই হিন্দু জনস্রোতের মধ্যে হঠাৎ দুটো

শেষাংশ ৪ পাতায়

আমাদের কথা

চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করলেও ইসলামের স্বরূপ তারা বুঝেছে

এশিয়া মহাদেশে দুই শক্তিধর দেশ হল চীন ও ভারত। শুধু এশিয়া কেন সারা বিশ্বে এই দুই শক্তিধর দেশ নিজেদের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। স্বভাবতই ভারতের শক্তি বৃদ্ধি এশিয়া ভূখন্ডে চীনের একমাত্র মাথা ব্যথার কারণ। তার উপর উত্তর-পূর্বে বিস্তৃর্ণ্য অঞ্চল জুড়ে এই দুই দেশের সীমান্তরেখা রয়েছে। তা নিয়েও বিরোধ দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি সিকিমের উত্তরে ভারত-ভূটান-চীন ত্রিদেশীয় বর্ডারে একটি রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। হুমকি, পাল্টা হুমকি ও সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে।

এই বিরোধের কারণ খুঁজতে হলে আমাদের একটু ইতিহাসের দিকে ঝুঁকতে হবে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন আর ১৯৪৯ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (CPC) চীনে ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে এই দুই দেশের যাত্রার নবসূচনা হল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর অত্যাধিক রাশিয়া প্রেমের (কারণটা অজ্ঞাত) ফলে রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ভারত-চীন দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী চুক্তি পঞ্চশীল স্বাক্ষরিত হল। এর একটি বড় শর্ত হল পারস্পরিক অনাক্রমণ। ব্যস্, প্রধানমন্ত্রী ভাবলেন একটা বড় সাফল্য তিনি পেয়ে গেছেন। তাই ১৯৫১ সালেই যখন চীন তিব্বতের উপর আগ্রাসন চালিয়ে গোটা তিব্বত গাজোয়ারি করে দখল করে নিল, তখন ভারতের তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে নেহেরু চুপ করে থাকলেন। তিব্বত চীনের গ্রাসে চলে গিয়ে পরাধীন হল এবং ভারতের ঘাড়ের উপর চীন শ্বাস ফেলতে লাগল। তলে তলে তারা ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করে চলল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তখন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা হয়ে শান্তির বাণী ছড়াতে ব্যস্ত। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার স্বপ্নে বুঁদ। ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা ভান্ডার হয়ে পড়ল শূন্য। সেই সুযোগটা কাজে লাগালো চীন। চুক্তিভঙ্গ করে ১৯৬২ সালে ভারত আক্রমণ করে বসল। ভারতের হল শোচনীয় পরাজয়। উত্তর-পূর্বের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল চীনের দখলে চলে গেল।

তাই আজ হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ মানস সরোবর যেতে চীনের অনুমতি লাগে। বিগত শতাব্দীর ৮০'র দশকে চীন ভারত বিরোধিতার এক নতুন কৌশল নিল। ভারতের শত্রু রাষ্ট্র পাকিস্তানকে দিয়ে ভারতে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করার কৌশল। পাকিস্তানের উগ্রপন্থী সংগঠনগুলোকে অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে ভারতের দিকে লেলিয়ে দেওয়া। এমনকি চীনা সামরিক কমান্ডারদের পাকিস্তানি সৈন্যর সঙ্গে উগ্রপন্থীদেরও সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার খবর আজ আর সারা বিশ্বের অজানা নয়। এর থেকে একটা ধারণা হতে পারে পাকিস্তান বা ইসলামপ্রীতি চীনের স্বতঃস্ফূর্ত। ইসলামের তারা প্রকৃত বন্ধু। কিন্তু এ ধারণা মোটেই সত্য নয়। চীনে ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষেরা কেমন আছেন, তা তুলে ধরাই এ লেখার মূল উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও নিজ স্বার্থের কারণে চীন ইসলামিস্টদের যতই অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করুক, যে নিজে খুব ভালো জানে ইসলামের ভাইরাস কতটা ভয়াবহ। তাই দেশের শরীরে এই সংক্রমণ যাতে না ঘটে সে লক্ষ্যে চীনা সরকার কঠোর প্রতিরোধেও কুণ্ঠিত হয় না। এ কারণেই এবার রমজান মাসে রোজা রাখার জন্য ১০০ মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে চীন সরকার। সরকার থেকে কোন রকম ছুটি দেওয়া হয়নি এবং কর্মক্ষেত্রে নামাজ পড়া সেখানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মসজিদ থেকে মাইকে আজান দেওয়াও সেখানে নিষিদ্ধ। নতুন কোন মসজিদ নির্মাণের অনুমতি চীনে দেওয়া হয়না, এমনকি পুরাতন মসজিদ সংস্কারেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। জিনজিয়াং প্রদেশের উইঘুর জাতিগোষ্ঠীরা মুসলিম ধর্মাবলম্বী। এই প্রদেশ লাগোয়া পাকিস্তানের বর্ডার। তাই জিনজিয়াং প্রদেশে তালিবান, আইএস, পাকিস্তানের লস্করে তৈবার মতো উগ্রপন্থী সংগঠনগুলোর সমর্থক ভরে গেছে। প্রায় ১০০ জাতি ও ভাষার দেশ চীনে ৯৯টি জাতিগোষ্ঠীর বসবাস করতে অসুবিধা না হলেও মুসলমানদের ঈমান আকিদা ঠিক রাখতে তাদের খিলাফত না হলে চলে না। দারুল হার্বকে দারুল ইসলামে পরিণত না করা পর্যন্ত তাদের শান্তি নেই। এই জেহাদিরা ভবিষ্যতে চীনের জন্য সমস্যা হবে সেটা চীন বুঝতে পেরে বাসরঘরেই বিড়াল মেরে রাখতে চাইছে।

সত্য কথা হল এই যে চীন বুঝতে পেরেছে মূল সমস্যা মুসলমানদের ধর্ম ইসলামে। মুসলিমদের সংশোধন করতে তাই ইসলামের উপর বিধিনিষেধ চালাতে হবে। ইংলন্ডের থেরেসা মে' মতো কিংবা কানাডার টুডোর মত মসজিদে গিয়ে শান্তির সন্ধান করা কিংবা ইসলাম শান্তির ধর্ম বলে মুসলিমদের খুশি করে পথে আনার হাস্যকর প্রচেষ্টায় না গিয়ে ডাইরেক্ট মসজিদ, কুরাণের উপর চীন সরকার হস্তক্ষেপ চালিয়েছে। এমনকি জিনজিয়াং প্রদেশেই মুসলিমদের ইসলামী রীতি অনুযায়ী লম্বা দাড়ি রাখার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এর বিরোধিতা করায় বেশ কয়েকজন ইসলামি ধর্মগুরুকে চীনা সরকার মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেছে।

আসলে চীন ইসলামের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছে। দেশের পক্ষে, দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তা কত ভয়ংকর ও ক্ষতিকর বুঝতে পেরেছে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মবেশ না ধরে চারাতেই তাকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। ভারত-সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো, 'ইউরোপের দেশগুলো যে ইসলামিক সমস্যায় ভুগছে' তা থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে চাইছে। তাই চীন ভারত বিরোধিতায় ইসলামিক ধর্মীয় উন্মাদনাকে যতই ব্যবহার করুক না কেন, নিজের দেশে ইসলামকে ব্রাত্য করে রেখেছে। একজন ভারতবাসী হিসাবে চীনের প্রতি আমাদের যতই বিদ্বেষ থাকুক না কেন, এ ব্যাপারে চীন ও সে দেশের সরকারকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না।

হেরোইন-সহ ধৃত মহিলা

গত ২২শে জুন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার গোচরণ এলাকার পূর্ব পাঁচগাছিয়া থেকে ২৭৫ গ্রাম হেরোইন-সহ এক মহিলাকে গ্রেফতার করে বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আঞ্জুরা পিয়াদা ওরফে সাবানা। পুলিশি সূত্রের খবর, ধৃতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ থানায় জমা দেয় গ্রামবাসীরা। বহুদিন ধরেই সে এলাকায় নানাধরণের অসামাজিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত। কিন্তু সঠিক প্রমাণের অভাবে পুলিশ কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি। হেরোইন, গাঁজা এমনকি বেআইনি অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত ওই মহিলা বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এলাকার বাইরের কিছু লোকজন অঞ্জুরা পিয়াদার কাছে হেরোইন কিনতে আসে। ঠিক সেইসময়-ই এলাকার লোকজন হেরোইন-সহ হাতেনাতে ওই মহিলাকে ধরে ফেলে। তারপর বারুইপুর থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ গিয়ে ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে ২৩শে জুন, শুক্রবার আদালতে তোলা হয়।

থানায় ঢুকে ওসিকে মারধোর

থানার মধ্যে ঢুকে ওসিকে পেটালো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা। শুধু তাই নয়, ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ লক্ষ টাকা তাঁকে জরিমান করা হয়েছে। অন্যথায় ঐ অঞ্চলে ওসি নির্বিঘ্নে থাকতে পারবে না বলে হুমকি দিয়ে যায় তারা। গত ১৪ই জুন ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়া জেলার করিমপুরের থানারপাড়ার থানায়।

সূত্রের খবর, থানারপাড়া থানার ওসি একটি মুসলমানের বাড়িতে দোতালায় ভাড়া থাকতেন। নীচেই মালিকের হার্ডওয়ারের দোকান। ঘটনার দিন একটি সিমেন্ট বোঝাই লরি দোকানে মাল নামাতে আসে। কিন্তু দোকানে মালিকের ভাই থাকায় সে জানায় মাল নামাতে একটু সময় লাগবে। এদিকে লরির খালাসিরা তাড়া দিতে থাকে, কারণ তাদের অন্যত্রও মাল নামানোর কথা। এই নিয়ে দোকানদারের সঙ্গে তাদের বচসা হয়। বৃষ্টি নামলে সিমেন্ট ভিজতে থাকে। তখন দোকানদার বলে ভিজে সিমেন্ট সে নেবে না, লরি নিয়ে চলে যেতে। সমস্ত ঘটনাটিই উপরের বারান্দা থেকে ওসি দেখেন। তিনি নীচে নেমে মালিকের ভাইকে বলেন, এতক্ষণ লরিটাকে আটকে রেখে এখন কেন বলছেন সিমেন্ট নেবেন না। উত্তরে দোকানদার ওসিকে অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করলে তিনি তাকে দু-চার চড় মেরে থানায় নিয়ে গিয়ে লকআপে ঢুকিয়ে দেন। ইতিমধ্যে দোকানের মালিক এসে সব শুনে ৪০-৫০ জন মুসলিম নিয়ে থানায় চড়াও হয়। ওসিকে মারধোর করে এবং তাঁর ল্যাপটপটি ভেঙে দেয়। অন্যান্য পুলিশ এগিয়ে না এলে ওসিকে আরও হেনস্থা হতে হত। যাওয়ার আগে দোকানের মালিক হুমকি দিয়ে যায় তার ভাইকে এক্ষুনি ছাড়তে হবে, আর তার যা ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ ওসিকে ২লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। অন্যথায় ওসি ঐ এলাকায় থাকতে পারবে না।

ভালোবেসে অন্য ধর্মে বিয়ে, না মানায় আত্মহত্যার হুমকি যুবক-যুবতীর

ভালোবেসে বিয়ে করেও ঘর বাঁধার ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয় বাধা হয়ে দেখা দেওয়ায় আত্মহত্যার হুমকি দিল সদ্য বিবাহিত যুবক-যুবতী। গত ১৯শে মে, সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ জয়পুর এলাকায়। দুজনের বিপদের কথা শুনে যুবক-যুবতীকে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয় প্রতিবেশীরা। পুলিশ সূত্রের খবর ওই দুজনের নাম আসমা সেখ (১৮) ও সুব্রত বিশ্বাস (২১)। দীর্ঘ দুবছর ধরে তাদের ভালবাসার সম্পর্ক। বাড়ির আত্মীয়রা সে কথা আগে থেকে জানলেও তা মেনে নেয়নি। কিন্তু ভালবাসাকে বাজি রেখে সোমবার বাবা মায়ের অমতে হিন্দু মতেই মন্দিরে গিয়ে মন্ত্র পরে বিয়ে হয় তাদের। এরপরই শুরু হয় বিপত্তি। বিয়ের খবর পাওয়ার পর থেকে সুব্রত বিশ্বাসকে খুনের হুমকি দেন আসমার আত্মীয়রা। এমনকি আসমাকে তুলে আনতেও লোক পাঠান আসমার বাবা ফরিয়াদ সেখ। আতঙ্কে স্থানীয় প্রতিবেশীদের খবর দেন সুব্রত। এরপর প্রতিবেশীরা এলে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। স্থানীয় কাউন্সিলারের পরামর্শ নিয়ে বনগাঁ থানায় গিয়ে আসমা ও সুব্রত পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। অন্য ধর্ম হলেও ভালবাসাকে মিথ্যে হতে দিতে চান না আসমা সেখ। তিনি বলেন, 'ধর্মের জন্য যদি আমাদেব বিয়েতে বাধার যৃষ্টি হয় তাহলে সেই ধর্মকে আমরা মানি না। আমাদের এই সম্পর্ক নিয়ে অনেক বাধাও এসেছে। আজ সব কিছু উপেক্ষা করে সুব্রতকে বিয়ে করেছি। এরপর যদি কেউ বাধার সৃষ্টি করে দুজনেই একসঙ্গে আত্মহত্যা করব।'

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শতাধিক মহিলাকে ঠকিয়ে পুলিশের জালে সাদাত খান

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সত্যিই কেউটের সন্ধান পেল বেঙ্গালুরু পুলিশ। আর এই কেউটের কবলে পড়ে প্রতারিত হয়েছেন একশোরও বেশি মহিলা। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়েছে অভিযুক্ত। যার নাম সাদাত খান ওরফে প্রীতম কুমার। জানা গিয়েছে, আদতে কর্ণাটকের হাসান এলাকার বাসিন্দা সাদাত। বহু আগেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে। এরপরই বেঙ্গালুরু শহরে চলে আসে সে। প্রথমে একটি দোকানে কাজে যোগ দেয়। পরে একটি সংস্থাতে টেলিকলার হিসেবে কাজ করে। কিন্তু মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করার জন্য চলে যায় সে চাকরিও।

এরপরই চটজলদি রোজগারের তাগিদে মাস্টারপ্ল্যান সাজায় সাদাত। টেলিকলার হিসেবে কাজ করার কারণে কথা বলায় বেশ দক্ষতা ছিল তার। এই সুযোগকেই কাজে লাগায় সাদাত। প্রথমে একাধিক ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে প্রোফাইল খোলে। তারপর বেছে বেছে একাকিত্বে ভোগা ও বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলাদের সঙ্গে পরিচয় করে। সে বন্ধুত্ব প্রেমে পৌঁছতে বেশি সময় লাগত না। আর সম্পর্ক প্রেমে গড়াতেই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলত সাদাত। তারপর কোনও বাহানায় মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিত।

কিছুদিন আগে যখন এক মহিলা সাদাতের বিরুদ্ধে বাঙ্গালুর পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করেন, তার এই কীর্তিগুলির সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ জানতেন না স্থানীয় পুলিশকর্মীরা। কিন্তু সাদাতকে জেরা করার পর তারা জানতে পারেন, বিভিন্ন থানায় তার বিরুদ্ধে এমন একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সবক'টি মামলা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। বাকি প্রতারিত মহিলাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে। তাদের সঙ্গে কথা বলেই তদন্তে এগোতে চায় পুলিশ।

(সূত্র ঃ দৈনিক যুগশঙ্খ)

মন্দিরের মূর্তি ভাঙাকে ঘিরে উত্তেজনা

মন্দিরের মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো কোচবিহারের আমরতলা সংলগ্ন কামেশ্বরী রোড এলাকায়। অভিযোগ, সোমবার (২৬শে জুন) গভীর রাতে এনপিএস মাতৃ মন্দিরে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতিরা। ভেঙে দেওয়া হয় কালীমূর্তি। সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। দুষ্কৃতিদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কোতোয়ালী থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

কালী মন্দির কমিটির সম্পাদক নিরঞ্জন দত্ত বলেন, 'সকালে উঠে দেখি মূর্তি ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। যে দুষ্কৃতিরা এধরণের ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের চূড়ান্ত শাস্তি চাই আমরা।'

বসিরহাট - বাদুড়িয়ার অশনি সংকেত

তপন ঘোষ

সদ্য ঘটা একটা সত্য ঘটনা বলছি, নাম ধাম পাল্টে।

পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলার পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা অর্থাৎ এসপি, আই. পি. এস অফিসার এবং লোকটি খারাপ নন। আমাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে ভয় পান না। তাঁর জেলায় হিন্দুর উপর কোন অন্যায়, আক্রমণ বা অত্যাচারের ঘটনায় আমরা যখন তাঁকে যোগাযোগ করেছি, তিনি প্রায় সময়ই সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছেন। কয়েকমাস আগে তাঁর জেলায় ছোট রকমের একটি সাম্প্রদায়িক হানাহানি বা দাঙ্গার ঘটনা ঘটে গেল। যথারীতি মিডিয়াগুলি চেপে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আমরা যেটুকু খবর পাচ্ছি, তা সাবধানে সোস্যাল মিডিয়াতে দিচ্ছি, যা আমরা বরাবরই করে থাকি। এই সময় একটি অকিঞ্চিৎকর অখ্যাত নিউজ পোর্টাল ওই সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঘটনাটি তাদের পোর্টালে দিল। খুব বেশী লোক সেই পোর্টাল দেখে না। তার কয়েকদিন পর উক্ত এসপি তাঁর জেলার সাংবাদিকদের নিজের অফিসে ডাকলেন। ঘটে যাওয়া ঘটনাটি সম্বন্ধে ব্রিফ করলেন। সাংবাদিকদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তারপর তিনি তাঁর ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন যে কারা তাদের মিডিয়াতে কম্যুনাল রিপোর্টিং করে? সেই প্রশ্ন শুনে অনেকেরই মুখ শুকিয়ে গেল। কেউ উত্তর দিল না। তখন এসপি পূর্বোক্ত নিউজ পোর্টালের সেই জেলার সাংবাদিকের দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কম্যুনাল রিপোর্টিং করেন'?। যুবক সাংবাদিকটি একটু অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি উত্তর দিলেন, 'যা ঘটেছে আমি তাই রিপোর্ট করেছি'। এসপি একটু রাগতস্বরে বললেন, 'এতে দাঙ্গা আরও ছড়ালে তার দায়িত্ব আপনি নেবেন'? সাংবাদিকটি উত্তর দিলেন, 'আমি কেন দায়িত্ব নেব? আপনার দায়িত্ব আপনি সামলাবেন'। এসপি বললেন, 'এটা ঠিক হচ্ছে না, আপনি যদি এসব বন্ধ না করেন তাহলে আমি অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব'। সাংবাদিকটি তার উত্তরে বললেন, 'যা ঘটছে ও ঘটবে তার রিপোর্ট করা আমি বন্ধ করতে পারব না। কারণ এটা আমাদের হাউজ পলিসি। সেই পলিসি মেনেই আমাকে চলতে হবে।' সেদিনকার মত ঘটনাটি সেখানেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কোন এক সময় ওই জেলার সিনিয়ার সাংবাদিকদের কাছে এসপি মহাশয় ওই যুবক সাংবাদিকটির নাম করে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন।

ওই যুবক সাংবাদিকটি আমাকে এই ঘটনাটি বললেন। শুনে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। কারণ, আমাদের অভিজ্ঞতায় ওই এসপি ভদ্রলোক তো যথেষ্ট বিনয়ী, রিজনেবল এবং ডিসেন্ট। তাঁর এরকম অগণতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ আমার কাছে বেশ অপ্রত্যাশিত। কিছুক্ষণ ভাবার পরেই জিনিসটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে। সারা দিনরাত তো এই নিয়েই ঘর করছি! সারা রাজ্য থেকে হিন্দুদের উপর ও হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ, অত্যাচার, অন্যায় ও অপমানের অসংখ্য ঘটনার খবর আমার কাছে আসতে থাকে। আর তার সঙ্গে আসতে থাকে রাজনৈতিক নেতা, দল ও পুলিশ প্রশাসনের মুসলিম তোষণকারী হিন্দু বিরোধী আচরণের খবর এবং এই উভয় বিষয়েই সংবাদ মাধ্যমের নিঃস্তব্ধতা ও শীতলতা। মনে মনে ছটফট করি। মনের ভারসাম্য ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলি। সেইসব ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই এসপির এই রকমের আচরণকে ফেলে যখন বিচার করলাম তখনই ব্যাপারটা স্পষ্ট হল।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? মুসলিম সম্প্রদায় ধর্মীয় উন্মাদনায় ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নামবে, রোড ব্লক করবে, জনজীবন বিপর্যস্ত করবে, হিন্দুর উপর আক্রমণ করবে, মন্দির ভাঙবে, সম্পত্তি লুট করবে ও ধ্বংস করবে, মহিলাদের শ্লীলতাহানি হবে। আর আইনের রক্ষকরা তাদের কর্তব্য পালনে বিমুখ হবেন। তাহলে হিন্দু বাঁচবে কি করে?

রাজনৈতিক দল ও নেতাদের না হয় ভোটের জন্য মুসলিম তুষ্টীকরণ করতে হয়। কিন্তু আইপিএস অফিসার, এসপি-দের কী দায়? তার উপর ইনি তো অবাঙালি, অন্য রাজ্য থেকে আসা। এনার কোন মমতা প্রীতি আছে বলে তো মনে হয় না। তাহলে সাংবাদকে চাপা দেওয়ার জন্য এনার এরকম অগণতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ কেন? আমি নিশ্চিত যে মমতার ভোট ব্যাঙ্ক বাঁচানোর জন্য তাঁর এইরকম আচরণ নয়। খোসা ছাড়িয়ে বলি, ইসলামিক হিংসাকে ভয় করে সবাই। এই এসপি-ও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই ভোট হারানোর ভয়ে নয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের সামূহিক হিংসার (Collective violence) ভয়েই এসপি-র এই ধরণের আচরণ, যা উপর থেকে দেখলে মনে হয় অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক আসলে ভয়তান্ত্রিক! সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তাঁর এই রূঢ় আচরণ।

যেটুকু লিখলাম তাকে কি সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে? কারণ আমি একটি সম্প্রদায় বিশেষের সামূহিক হিংসার কথা বলেছি। তাহলে শুনুন আমাদের রাজ্যের সুপার সেক্যুলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতি। টিভিতে বহুল প্রচারিত। তিনি বলেছেন - এটা একটা ডিজাইন হয়ে গেছে। ফেসবুকে একটা করে স্টোরি খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারপর দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কটা ফেসবুক বন্ধ করবেন? এখন তো লক্ষ লক্ষ মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করছে। ফেসবুক দেখে কি দাঙ্গা লাগানো উচিত? যদি পাঁচজন দশজন লোক রাস্তায় নেমে পড়ে তাদের আটকানো যায়। কিন্তু যদি একটা গোটা কম্যুনিটি, (তারপর ঢোঁক গিলে) যদি দুটো কম্যুনিটি রাস্তায় নেমে পড়ে তাহলে তাদের উপর আমার পুলিশ কী করে গুলি চালাবে? তাহলে তো একশো দুশো লোক গুলিতে মারা যাবে। আমি তা করতে পারি না। - মমতা উবাচ।

অর্থাৎ, ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। কয়েকজন দুষ্কৃতকারী বা মুষ্ঠিমেয় দাঙ্গাকারীকে ভয় নয়। ভয় একটা গোটা কম্যুনিটিকে। তাই মমতা ব্যানার্জী স্পষ্ট বলে দিলেন, একটা সম্প্রদায়ের লোক যদি আইন ভাঙে, অন্যায় দাবীতে রাস্তায় নামে, আক্রমণ করে, হিংসা করে, ভাঙচুর করে, অগ্নিসংযোগ করে, সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করে, তাহলেও পুলিশ গুলি চালাতে পারবেনা। অর্থাৎ আইন ও আইনের শাসন রক্ষা করার যে সঙ্কল্প তিনি ঈশ্বর ও আল্লার নামে শপথ নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, সেই সঙ্কল্প রক্ষা তিনি করবেন না সেটা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। এবং সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করতেও তিনি অক্ষম সেটাও জানিয়ে দিলেন।

এই পর্যন্ত পড়ে অনেকেই খুশী হবেন। বলবেন মমতাজ বেগম কখনোই দাঙ্গাকারীদের উপরে গুলি চালাবে না - এ তো জানা কথা। এই মমতাজ বেগমই পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তান বানিয়ে ছাড়বে। আরও অনেক কথা বলবেন। আচ্ছা, অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা কতজন মুসলমান দাঙ্গাকারীদের উপরে গুলি চালিয়েছেন যখন হাজার হাজার দাঙ্গাকারী রাস্তায় নেমে দাঙ্গা করেছে? কাশ্মীরে তো এখন বিজেপি সরকার। কেন্দ্রেও বিজেপি। সেখানে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের কী করুণ অবস্থা, কী নিদারুণ অপমান সইতে হচ্ছে - তা ভিডিওতে দেখেননি? পশ্চিমবঙ্গে ২০০৭ সালে পার্ক সার্কাসে কংগ্রেসী ইদ্রিস আলীর দাঙ্গা ও ২০১০ সালে দেগঙ্গায় টিএমসির হাজী নুরুলের দাঙ্গার সময় তো সিপিএম এখানে ক্ষমতায় ছিল। আর দাঙ্গার নেতৃত্ব দিয়েছিল বিরোধী দলের নেতারা। তাহলে কেন বুদ্ধদেববাবু গুলি চালাতে পারলেন না। সব জায়গাতেই এই একই গল্প! শুধু ভোটের লোভ নয়, মুসলমানের সামূহিক হিংসাকে ভয়। সে ভয় সাধারণ মানুষও পান, নেতা-মন্ত্রী ও আইপিএস অফিসাররাও পান। এই বাস্তবকে অস্বীকার করা মানে অসত্যের অন্ধকারে মুখ লুকানো।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? মুসলিম সম্প্রদায় ধর্মীয় উন্মাদনায় ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নামবে, রোড ব্লক করবে, জনজীবন বিপর্যস্ত করবে, হিন্দুর উপর আক্রমণ করবে, মন্দির ভাঙবে, সম্পত্তি লুট করবে ও ধ্বংস করবে, মহিলাদের শ্লীলতাহানি হবে। আর আইনের রক্ষকরা তাদের কর্তব্য পালনে বিমুখ হবেন। তাহলে হিন্দু বাঁচবে কি করে? তাহলে কি আবার পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও কাশ্মীরের মত হিন্দুদের অবস্থা হবে? এবং সেটাই মেনে নিতে হবে? হিন্দু জনসাধারণকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। খুঁজতেই হবে।

সদ্য ঘটে যাওয়া বাদুড়িয়া - বসিরহাটের ঘটনা, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাম্প্রদায়িক হিংসা এই প্রশ্নকেই সকলের সামনে তুলে ধরেছে। এই অশনি সংকেতকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। আমরা যে একবার দেশভাগের শিকার ঘরপোড়া গরু।

পরপর ৫টি জঙ্গি হামলায় কাঁপল কাশ্মীর
জখম ১২ জওয়ান, পাল্টা হামলায় নিকেশ জঙ্গি

একইদিনে পরপর পাঁচটি জঙ্গি হানায় কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। ১৩ই জুন, মঙ্গলবার সন্ধ্যে থেকে শুরু হয় এই আক্রমণ। ভোররাত পর্যন্ত দফায় দফায় বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা চালায় জঙ্গিরা। এখনও হামলার আশঙ্কা থেকে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ঘটনায় জখম হয়েছেন প্রায় ১২ জন জওয়ান। এছাড়াও ৪টি রাইফেল লুট করেছে জঙ্গিরা। পুলিশ সূত্রে খবর, অনন্তনাগ জেলায় হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির বাড়িতে হামলা চালিয়ে পাহারায় থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের কাছ থেকে ওই অস্ত্রগুলি ছিনিয়ে নেয় জঙ্গিরা। এদিন, পুলওয়ামা জেলার ত্রালে একটি সিআরপিএফ ঘাঁটিতে হামলা চালায় হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিরা। সিআরপিএফ-এর ১৮০ ব্যাটেলিয়নকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা। জওয়ানদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোঁড়ে তারা। ওই হামলায় জখন হয়েছেন নয় জন জওয়ান। পুলিশ সূত্রে খবর, হামলায় আহত জওয়ানদের শ্রীনগরের সেনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার পর এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান, তবে এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গির হদিশ মেলেনি। একই দিনে, অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ের সিরিবাল এলাকায় সিআরপিএফ ঘাঁটি লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা চালায় জঙ্গিরা। তবে ওই হামলায় কারও আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। কয়েকমাস ধরে উত্তাল কাশ্মীরে ক্রমশ বেড়ে ওঠা জঙ্গি হামলায় গভীর উদ্বেগে নিরাপত্তামহল। মঙ্গলবার প্রায় সমস্ত উপত্যকা জুড়েই হামলা চালায় জঙ্গিরা। এদিন সোপরে ২২ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস-এর সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করেও গুলি চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। তবে পাল্টা হামলার মুখে পালিয়ে যায় তারা। উল্লেখ্য, হিজবুল কমান্ডার বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর থেকেই বিক্ষোভে জ্বলছে কাশ্মীর উপত্যকা। সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া থেকে শুরু করে, জঙ্গি হামলা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যে বিতাড়িত হিজবুল জঙ্গি জাকির মুসার নেতৃত্বে উপত্যকায় জাল বিস্তার করার চেষ্টা করছে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট। ক্রমাগত জঙ্গি হামলার মুখে সেনাঘাঁটিগুলির নিরাপত্তা বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। যে কোনও ধরনের হামলা রুখতে সক্ষম সেনা বলে জানিয়েছে এক শীর্ষ সামরিক আধিকারিক। প্রসঙ্গত, কয়েক সপ্তাহ আগে সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলা চালাতে এসে সেনার গুলিতে নিকেশ হয় চার সশস্ত্র জঙ্গি। জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার সাম্বালে সেনা জঙ্গিদের মধ্যে ভারী গুলির লড়াই চলে। ভোর ৩.৪৫ নাগাদ বান্দিপোরার সাম্বালে ৪৫ ব্যাটেলিয়ন সিআরপিএফ ক্যাম্পে অতর্কিতে হামলা চালায় ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ওই ৪ পাক জঙ্গি। ক্যাম্পের নিরাপত্তা ভবন লক্ষ্য করে তীব্র গুলি বর্ষণ করতে থাকে জঙ্গিরা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনীও সজাগ ছিল। তাঁদের পাল্টা হামলায় নিকেশ হয় চার হামলাকারী। আরও জঙ্গি থাকার সম্ভাবনায় চিরুণি তল্লাসি চলছে এলাকা জুড়ে।

বাসন্তীতে খালেক মোল্লার বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার

গত ১৭ই জুন, শনিবার গভীর রাতে বাসন্তী থানার তিতকুমার গ্রামে খালেক মোল্লা নামক এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বন্দুক ও বোমা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খালেক মোল্লার বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় একটি পাইপগান ও তিনটি তাজা বোমা। কিন্তু এই ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেফতার বা আটক করেনি। অভিযুক্ত খালেক মোল্লা পলাতক। খালেক মোল্লা এলাকায় সমাজবিরোধী হিসাবে পরিচিত। এমনকি বেশ কয়েকদিন ধরেই এলাকার মানুষকে বিভিন্ন কারণে ভয় দেখাত এবং কারণে অকারণে এলাকায় বোমাবাজি করতো। শনিবার রাতেও এলাকায় বোমাবাজির খবর পেয়ে পুলিশ তার বাড়িতে হানা দেয়। কিন্তু খালেক মোল্লা পুলিশ আসার আগাম খবর পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কীভাবে অভিযুক্ত তার বাড়িতে এইগুলো জড়ো করল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত, কী উদ্দেশ্যে এগুলি জড়ো করা হয়েছে সে বিষয়েও তদন্ত চলছে।

ফেসবুকে হিন্দু ধর্মের অবমাননা করল শিক্ষক

প্রতিবাদে তুলসীহাটার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ

ফেসবুকে হিন্দু ধর্মের অবমাননা করে একটি পোস্ট শেয়ার করা নিয়ে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটা। দুপক্ষের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চালাতে হয়। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। এই মুহূর্তে নতুন করে কোন সংঘর্ষের ঘটনা না ঘটলেও, এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে।

গত ১৪ই জুন তুলসীহাটা হাইস্কুলের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক নজরুল ইসলাম তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে নাগা সন্ন্যাসীদের নিয়ে একটি অশ্লীল পোস্ট শেয়ার করে। তারই প্রতিবাদে কয়েকজন স্থানীয় যুবক নজরুল ইসলামকে স্কুলে ঢুকে এইরকম পোস্ট শেয়ার করার কারণ জিজ্ঞাসা করে। তিনি যুবকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে তারা তাকে স্কুলের মধ্যেই মারধোর করে বলে অভিযোগ। এরপর স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে। রাতে শিক্ষকের স্ত্রী ১৩ জন হিন্দুর নামে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এদিকে থানা সূত্রে জানা যায়, যুবকদের পক্ষ থেকেও নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এলাকায় ধর্মীয় উস্কানি ছড়ানোর অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দুই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই, ১৫ তারিখ সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মুসলিমরা এসে তুলসীহাটায় জড়ো হতে থাকে। আইনের আশ্রয় না নিয়ে কেন একজন শিক্ষককে স্কুলে ঢুকে মারা হল, এই অভিযোগ তুলে মুসলমানরা বেশ কয়েকটি হিন্দুর দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এলাকায় তারা ব্যাপক বোমাবাজি করে। কয়েকটি হিন্দু বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। মিঠুন সিংহ নামে ২৩ বছরের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছে। এরপর হিন্দুরাও প্রতিরোধে পথে নামলে এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে পুলিশের বিশাল বাহিনী এলাকায় আসে। নামানো হয় র‍্যাফ-ও। কিন্তু এদের সামনেও উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। বাধ্য হয়ে প্রশাসন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। স্থানে স্থানে পুলিশ পোস্টিং বসানো হয়। এলাকার পরস্থিতি অগ্নিগর্ভ বলে স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যায়। হিন্দু সংহতির উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি পীযূষ মন্ডল বলেন, 'সংখ্যালঘুরা হিন্দুধর্মে আঘাত দিতে বারবার হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে স্যোশাল মিডিয়ায় অশ্লীল পোস্ট দিচ্ছে। প্রতিবাদ করলে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। হিন্দুরা ইসলামবিরোধী পোস্ট দিলে তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেফতার করে জেলে পোড়া হয়। অথচ নজরুল ইসলাম শিক্ষক হয়েও অন্য ধর্মকে অপমান করে রেহাই পেয়ে গেলেন।' উল্টে পুলিশ বেশ কয়েকজন হিন্দুকে গ্রেফতার করে, যাদের মধ্যে দুজন এখনও জেলে আছে। মুসলমানদের চাপের কাছে প্রশাসনের বারবার নতিস্বীকার করে নেওয়া রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পশ্চিবঙ্গের মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে দিচ্ছে বলে পীযূষবাবু মন্তব্য করেন।

১ম পাতার শেষাংশ

কোলাঘাটে আক্রান্ত হিন্দু সংহতি কর্মী

কোলাঘাট থানাও অনুপমদের জন্যে নিরাপদ হবে না মনে করে তাদের সরাসরি তমলুক থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তমলুক থানায় পৌঁছানো মাত্রই অনুপমকে হাজতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বাইরে বসিয়ে রাখা হয়। পরে রাত তিনটে নাগাদ পুলিশ প্রহরায় পরিবারের বাকি সদস্যদের বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসে এবং নিরাপত্তার জন্যে বাড়িতে জনাকয়েক সিভিক পুলিশও নিয়োগ করা হয়। অনুপম ও তার পরিবার জেহাদি আক্রমণের নিশানা হওয়া সত্ত্বেও সেই অনুপমকেই গ্রেফতার করলো পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে আইপিসি-র ৩০৭ ধারায় অর্থাৎ হত্যার প্রচেষ্টা যেটা কিনা জামিন অযোগ্য অপরাধ, কেস দায়ের করলো কোলাঘাট থানার পুলিশ। অনুপমের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করলেও, অনুপমের উপর এবং তার বাড়িতে যারা হামলা করলো, পুলিশ অফিসারকে আহত করলো তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু কোন কেস করেনি কোলাঘাট থানার পুলিশ। তাদের যুক্তি, তাদের কাছে কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

অবশেষে গত ১লা জুলাই অনুপমের স্ত্রী সান্ত্বনা মন্ডল কোলাঘাট থানায় একটি অভিযোগপত্র দেয় যেটায় আনিসুর মল্লিক সহ ২০০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয় যার ভিত্তিতে একটি এফআইআর-ও করা হয়। কিন্তু বিনা অপরাধে অনুপম মন্ডলকে গ্রেফতার করতে পুলিশ যে তৎপরতা দেখিয়েছিল তার সিকিভাগও আনিসুর মল্লিক ও তার দলবলের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। তাই অভিযোগ দায়ের করার ২৪ ঘন্টা পরেও আনিসুররা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্য চোকাতে অনুপম হাজতে আটক আছে।

গাইঘাটা থেকে কোডাইন মিকচার সহ ধৃহ ২ পাচারকারী

গত ১৮ই জুন, রবিবার রাতে উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা থানর ঝিকরা গ্রাম থেকে ১৫ কেজি কোডাইন মিকচার ও একটি ম্যাজিক গাড়ি-সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করে গাইঘাটা থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম দোগাছিয়ার বাসিন্দা জাহিদুল মন্ডল ও হরিণঘাটার বাসিন্দা মমতাজুল মন্ডল। ধৃতদের নামে গোরুপাচার ও আগ্নেয়াস্ত্র-সহ নিষিদ্ধ মাদক পাচারের অভিযোগ ছিল বলে পুলিশ সূত্রের খবর। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর রবিবার রাতে হরিণঘাটা থেকে ঝিকরা হয়ে গাড়ি করে বাংলাদেশে কোডাইন মিকচার পাচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে যাচ্ছিল তারা।

গাইঘাটা থানার ওসি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে গাড়িটি আটক করে। পাশাপাশি জাহিদুল মন্ডল ও মমতাজুল মন্ডল- এই দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। ১৯শে জুন, সোমবার তাদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

বাড়িতে ঢুকে কলেজ ছাত্রীর ওপর হামলা, অভিযুক্ত মালদা জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি

থানা থেকে অভিযোগ না তোলায় কলেজ ছাত্রীর বাড়িতে ঢুকে হামলা-সহ আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগে মালদা জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতির বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নেভানো হয়। ঘটনাটি ঘটেছে মালদা শহরের মহানন্দপল্লী এলাকায়। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১০ মার্চ মালদা জেলা ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি বাবলু শেখের বিরুদ্ধে বারংবার কুপ্রস্তাব-সহ হেনস্থা এমনকি বাড়িতে ঢুকে তার ওপর হামলার অভিযোগ তোলেন গৌড় মহাবিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রী। সেসময় ওই ঘটনায় ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা ছাত্রী। তারপর পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত ছাত্র পরিষদের নেতা বাবলু শেখকে গ্রেফতার করে। পরে জামিনে ছাড়া পায় বাবলু। অভিযোগ, তারপর থেকেই বারংবার অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য ওই ছাত্রীসহ তার পরিবারের ওপর চাপ ও হুমকি দিতে থাকে বাবলু শেখ।

২৮শে জুন, বুধবার গভীর রাতে আবারও ওই ছাত্রীর বাড়িতে হামলা চালায় অভিযুক্ত ছাত্র পরিষদ নেতা ও তার দলবল বলে অভিযোগ। ছাত্রীর বাড়িতে ঢুকে মারধরের সাথে আগুন লাগিয়ে দেয়। স্থানীয়রা ছুটে এলে অভিযুক্তরা পালায়। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নেভানো হয়। ঘটনায় ওই ছাত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়লে রাতেই মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঘটনা প্রসঙ্গে নির্যাতিতা ওই ছাত্রী জানান, ''গভীর রাতে বাথরুমে যাওয়ার জন্য ঘরের বাইরে বেরোতেই দেখি দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আমার গলা ধরে একজন বলছে কেস না তুললে খুন করব। চারজন ঘরে ঢুকেছিল। তাদের মুখ ঢাকা ছিল। ওটা বাবলু শেখ ছিল বলে আমি নিশ্চিত। আমি চিৎকার করতেই তারা পালিয়ে যায়। আমি চাই বাবলু শেখের শাস্তি হোক। নইলে আমার বাড়িতে থাকা দুস্কর হয়ে উঠবে।''

ঘটনা প্রসঙ্গে ওই ছাত্রীর মা জানান, ''আমার মেয়েকে ওই ছেলেটা নানানভাবে হেনস্থা করে। এই কারণে মেয়ের এক বছর পড়াশোনা নষ্ট হয়ে গেছে। মেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ছেলের কুকর্ম তুলে ধরলে বারংবার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে ওই বাবলু। ওইদিন রাতে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। মেয়ের পড়নের কাপড়েও আগুন লেগে গিয়েছিল।

ঘটনায় আবারও ২৯শে জুন ইংরেজবাজার থানায় ওই ছাত্রী ও তার পরিবার অভিযুক্ত ছাত্র পরিষদ নেতা বাবলু শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চলন্ত ট্রেনে মহিলা যাত্রীকে ধর্ষণ, গ্রেফতার প্যান্ট্রি কারের কর্মী

এবার চলন্ত ট্রেনে এক মহিলা যাত্রীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল প্যান্ট্রিকারের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বান্দ্রা-জয়পুর আরাবল্লি এক্সপ্রেসে। ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিকে আজাহার নামে ট্রেনের প্যান্ট্রিকারের এক কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা ওই মহিলা বিবাহিতা। গাজিয়াবাদে থাকেন। নিজের বয়ানে ওই মহিলা জানিয়েছেন, গত ১০ই জুন জয়পুর যাওয়ার জন্য মুম্বইয়ের বরিভলি স্টেশন থেকে বান্দ্রা-জয়পুর আরাবল্লি এক্সপ্রেসে ওঠেন তিনি। ট্রেনে যথেষ্ট ভিড়ও ছিল। সংরক্ষিত আসন না থাকায় বিপাকে পড়েন তিনি। ঠিক তখনই ট্রেনের প্যান্ট্রি কারের কর্মী আজাহার খানের সঙ্গে দেখা হয় ওই মহিলার। ওই মহিলাকে বসার জায়গার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলে আজাহার। এরপরই ট্রেনের প্যান্ট্রি কারের একটি কিউবিকলে নিয়ে গিয়ে ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে সে। ট্রেন জয়পুরে পৌঁছলে, আজহার খানের বিরুদ্ধে জিআরপিতে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। কিন্তু ঘটনাটি যেহেতু মুম্বই ও সুরাটের মাঝে চলন্ত ট্রেনে ঘটেছে, তাই ওই মহিলার অভিযোগটি সুরাট জিআরপি-র কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই মহিলাকেও জয়পুর থেকে সুরাট নিয়ে আসা হয়। ওই মহিলার দেওয়া বর্ণনার ভিত্তিতে গুজরাটের ভদোদরা থেকে অভিযুক্ত আজাহার খানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসির বাসিন্দা আজাহার। রেলের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে আরাবল্লি এক্সপ্রেসে যাত্রীদের খাবার সরবরাহ করে দিল্লির একটি সংস্থা। সেই সংস্থাতেই চাকরি করে সে। সুরাট জিআরপি-র ডেপুটি সুপার পিকে দেওড়া জানিয়েছেন, অভিযোগকারিণীকে দিয়ে অভিযুক্ত আজাহার খানকে শনাক্ত করানো হবে।

১ম পাতার শেষাংশ

শিলচর হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ

মুসলমান ছেলেকে মোবাইল দিয়ে সবাইকে ক্যামেরাবন্দি করতে দেখা যায় আর বিপত্তিটা ঘটে সেখান থেকেই। সঙ্গে সঙ্গে ওদের উপর চড়াও হয়ে ভিডিও করতে বাধা দেওয়া হয় এবং তখনই মারপিটের সূত্রপাত ঘটে এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে একদল মুসলমান যুবক দা, লাঠি তরোয়াল নিয়ে এসে কালীবাড়ির চরের হিন্দু সংহতির কার্যকর্তার বাড়িতে আক্রমণ করে ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কালীবাড়ি চরে শুরু হয় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ। ইট পাটকেল থেকে শুরু করে দা, তরোয়াল, লাঠি, পেট্রোল বোম, কিছুই বাদ যায়নি। আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও সি.আর.পি জওয়ান। ইট পাটকেলের শিকার হন পুলিশ বাহিনীও। পরিস্থিতি এত উত্তেজনাত্তক ছিল যে প্রশাসন রীতিমত হিমসিম খেয়ে যায় উত্তেজিত জনতাকে সামাল দিতে। এতে পুলিশসহ দুই পক্ষের লোকজন আহত হন। তখন বাধ্য হয়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও ১০ রাউন্ড শূন্যে গুলি ছুঁড়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হয়।

অপরদিকে উত্তেজিত হিন্দু জনতা শহরের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে মুসলমানদের প্রায় ৪ খানা অটো ও একখানা বোলেরো গাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ওইদিন প্রায় সারা রাত্রি অভিযান চালায় হিন্দু সংহতির কার্যকর্তা ও হিন্দু জনসাধারণ। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে প্রশাসন রাত ১২.৩০ মিনিটে জরুরিকালীন ভিত্তিতে ১৪৪ ধারা জারি করে। পরদিন সারা শিলচর শহরে কার্ফুর দৃশ্য ছিল, দোকান পাট প্রায় বন্ধ ছিল, অফিস আদালত ও স্কুল কলেজগুলোতে উপস্থিতির হার ছিল খুব নগন্য, রাস্তাঘাট জনসাধারণ প্রায় ছিল না বললেই চলে।

এইদিকে ৭ই এপ্রিল যখন শিলচর জনশূণ্য ঠিক তখনই ভরদুপুরে শিলচরের অদূর শিলকুড়ি ক্যাম্প মাছগাঠে এক মুসলমানের অটো গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে এবং আবার উত্তেজিত হয়ে যায় ওই এলাকাও। শহরের অবস্থা বেগতিক দেখে প্রশাসন আপাতত বিতর্কিত যুবতীটিকে আদালতে না তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কবে তুলবে তাও নির্দিষ্টভাবে এখনো জানা যায়নি।

পরিকল্পিতভাবে হিন্দু সংহতি কর্মীকে মারধোর

গত ৩০শে জুন হাওড়ার জগাছা থানার অন্তর্গত বাঁকড়া নয়াবাজ রোড অঞ্চলের মুসলিমরা পরিকল্পিতভাবে মারধোর করল হিন্দু সংহতির কর্মী গঙ্গাধর কর্মকার ও গোপাল সিং-কে। গোপাল সিং-এর বোনকেও অভিযুক্তরা মারধোর করে বলে অভিযোগ।

বাঁকড়ার নয়াবাদ রোড অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত। সেখানকার মুসলমানরা বিভিন্ন রকম অসামাজিক কাজকর্মে যুক্ত, মেয়েদের টোন টিটকিরি মারা, হাত ধরে টানা তাদের নিত্যদিনের কাজ। এলাকায় হিন্দু সংহতি কর্মী বলে পরিচিত গঙ্গা, গোপাল এদের এই অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। তাই এরা মুসলমানদের টার্গেট হয়ে উঠেছিল।

৩০ তারিখ রাত ১১টা নাগাদ গোপালের ১০ বছরের ভাগ্নে জঞ্জাল ফেলতে বাইরে বের হয়। সেই সময়ে এক মুসলিম যুবক 'তুই আমার ম্যানিব্যাগ চুরি করেছিস' বলে দুটো হাত পিছন দিক করে ধরে, মুখে চাপা দিয়ে টানতে টানতে মুসলমান পাড়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটি চিৎকার করে উঠলে গোপালের বোন বাইরে বেরিয়ে দেখে তার ছেলেকে টেনে হিঁচড়ে একজন নিয়ে যাচ্ছে। তার চিৎকার শুনে পাশেই আড্ডারত গোপাল ও গঙ্গা ছুটে আসে এবং মুসলিম ছেলেটিকে ধরে ফেলে। সব শুনে ছেলেটিকে

চড়-চাপড় মেরে পুলিশের হাতে তুলে দিতে গেলে মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে ২৫-৩০ জন মুসলিম যুবক জড়ো হয়ে কোন কথা না শুনে গঙ্গা ও গোপালকে মারধোর করতে থাকে। গঙ্গা গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এই সময়ে গোপালের বোন তাদের বাঁচাতে এলে অভিযুক্তরা তাকেও মারধোর করে। এরপর তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। গঙ্গার চোখের তলায় কালসিটে পড়ে যায়। গোপাল ও তার বোনের আঘাতও বেশ গুরুতর। গঙ্গা এই প্রতিবেদনকে জানিয়েছে, পরিকল্পিতভাবে তাদের মারধোর করা হল। গোলাম রব্বানি ও গিয়ার নেতৃত্বে এই আক্রমণ হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। জগাছা থানা প্রাথমিকভাবে একটা জিডি নিলেও পরদিন এফআইআর করতে গেলে তা নিতে অস্বীকার করে। পরবর্তী সময়ে জগাছা ও ডোমজুর থানা থেকে জানানো হয় (ঘটনাস্থল দুটো থানার বর্ডারে) যে পুলিশের উপস্থিতিতে মিটিং করে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার এক বিশিষ্ট ব্যক্তি জানান, রাজনৈতিক চাপে পুলিশ এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

দেগঙ্গায় ঠাকুরের বেদি ভেঙে পাকিস্তান পতাকা ওড়ানোর অভিযোগ

ঈদের আবহে ২০০ বছরের পুরাতন মনসা ঠাকুরের বেদি ভেঙে বেদির মাথায় পাকিস্তানের পতাকা ঝুলিয়েছে এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু যুবক-এমনই অভিযোগ করলেন এলাকার হিন্দুরা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা থানার কৈসুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার ২৫শে জুন, রাতে ঈদের পোস্টার ঝোলানোর সময়, অন্ধকারে এলাকার কিছু মুসলিম যুবক শাবল দিয়ে পাথরের মনসা ঠাকুরের বেদি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ। সোমবার সকালে বেদিতে পুজো দিতে গেলে বিষয়টি জানাজানি হয়। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ঘটনার কথা দেগঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়।

অভিযোগ, রবিবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় এলাকার মুসলিমরা রাতের অন্ধকারে এই বেদি ভেঙে পাকিস্তানের পতাকা ঝুলিয়েছে। এদিন এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে দেগঙ্গা থানায় বেদি সংস্কার ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে দেগঙ্গা থানার পুলিশ।

মুর্শিদাবাদে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত ২

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়াতে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করল হরিহর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মকুল শেখ (৩২) ও নাইম ওরফে কালু শেখ (৩৫)। মুকুল শেখ দৌলতাবাদ থানার সিদ্ধিনগর গ্রামের বাসিন্দা এবং কালু শেখের বাড়ি রানিতলা থানার তোপিডাঙ্গা গ্রামে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি নাইন এমএম দেশি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি। কেন বা কি উদ্দেশ্যে দুই ভিন্ন থানা এলাকা থেকে তারা এসেছিল তা জানতে তদন্ত করছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপার শ্রী মুকেশ কুমার জানান, গত ১৮ই জুন, রবিবার রাত আটটা নাগাদ হরিহরপাড়া থানার সলুয়া মাঠপাড়া স্কুল সংলগ্ন মাঠ থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের সোমবার বহরমপুর আদালতে তোলা হয়।

বাৎসরিক কালীপুজোয় বাধাদান সংখ্যালঘুদের

কলকাতার গার্ডেনরীচের বদরতলা এলাকায় স্থানীয়দের রক্ষাকালী পুজোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। হিন্দুরা তারা ধর্মীয় রীতি পালন করতে গেলে সেখানকার মুসলিমরা তাতে বাধা দেয়। কিছুদিন আগে পাকিস্তানের এক প্রশাসনিক ব্যক্তিকে গার্ডেনরীচে নিয়ে গিয়ে বর্তমান সরকারের এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্ত্রী বলেছিলেন, 'দেখুন, মিনি পাকিস্তান।' গত ১২ই জুন সেখানে যা ঘটল তাতে ঐ এলাকাকে স্বাধীন ভারতের এক অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল না বলে মিনি পাকিস্তান বলাই যুক্তিসঙ্গত।

ঐদিন কলকাতা কর্পোরশনের ১৪১ নং ওয়ার্ডভুক্ত গার্ডেনরীচ এলাকার বদরতলা অটোস্ট্যান্ডের সামনে দিয়ে নিমতলা বাৎসরিক রক্ষাকালী পুজোর ঠাকুর আনছিল হিন্দুরা। সেইসময় তারা খোল করতাল বাজাচ্ছিল। অভিযোগ, একদল মুসলিম তাদের পথ আটকায় এবং বলে কোন বাজনা বাজানো যাবে না। হিন্দুরা সেই নির্দেশ অমান্য করলে মুসলিমরা তাদের উপর চড়াও হয়ে মারধোর করে। এর প্রতিবাদে হিন্দুরা মূল সড়ক অবরোধ করে। কিন্তু পুলিশের মধ্যস্থতায় কিছুক্ষণ পর অবরোধ উঠে যায়। পুজোর পরদির বিসর্জন দিতে গেলে মুসলমানরা আবার দাবী করে, বিসর্জনের সময় ঢাকঢোল বাজানো যাবে না। হিন্দুরা এবারও প্রতিবাদ করে জানায় যে, ঢাকঢোল বাজিয়ে বিসর্জন দিতে না দিলে তারা ঠাকুর বিসর্জনই দেবে না। এতে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে। শেষ পর্যন্ত কঠোর পুলিশি নিরাপত্তায় ঠাকুর ভাসান দেওয়া হয়। এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত এবং প্রচুর পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বিশাল এলাকা জুড়ে।

সিউড়িতে ভয় দেখিয়ে যুবতী অপহরণ

ঘটনাটি ঘটে বীরভূম জেলার সিউড়ি থানার অন্তর্গত সিউড়ি শহরে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে বাড়ি নির্মাণের কাজে সিউড়ি আসে শেখ হাসিবুল (পেশায় রাজমিস্ত্রি) বাড়ী বর্ধমান জেলার উখরা শহরে। সিউড়ি শহরে যে এলাকায় শেখ হাসিবুল কাজ করছিল সেই এলাকায় আশা ঘোষ বলে একটি মেয়েকে দেখতে পায়, পিতা বৈদ্যনাথ ঘোষ, পেশায় টোটো চালক, মা সন্তোষী ঘোষ।

আশা তার বোনের মতো বলে হাসিবুল আশার সাথে পরিচয় করে এবং তার মোবাইল নাম্বার চায়। সাধাসিধে আশা কিছু বুঝতে না পেরে দাদা ভেবে তাকে তার মোবাইল নম্বর দেয়। হাসিবুলের সাথে আশা দাদা বোন যেমন কথা বলে সে রকমভাবে ফোনে মাঝেমাঝে কথা বলতো। তখনও আশা বুঝতে পারেনি যে এই হাসিবুলের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে একটা নর পিশাচ। কিছুদিন কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে একদিন হাসিবুল ফোনে আশাকে বলে ফেলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে বোন হিসাবে কোনওদিন দেখিনি। এই কথা শুনে আশা চমকে গিয়ে বলে, 'এটা হতে পারে না কোনদিন। আমি তোমাকে দাদার চোখে দেখেছি, আর তুমি অন্য ধর্মের এবং আমি এটাও শুনেছি তোমার আগের এক স্ত্রী আছে সঙ্গে এক ছেলে এক মেয়ে।' তখন হাসিবুল আশাকে প্রচুর প্রলোভন দিতে শুরু করে এবং তার আগের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করবে বলে। আশা তখন হাসিবুলকে বলে যে মা বাবা তার এক জায়গায় বিয়ে ঠিক করেছে সে তাকেই বিয়ে করবে। কোনভাবেই আশা রাজি না হলে হাসিবুল আশাকে হুমকি দিতে শুরু করে। বলে, যদি তাকে বিয়ে না করে তার মা বাবাকে মেরে ফেলবে নাহলে যার সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছে তাকে মেরে তার মা বাবাকে ফাঁসিয়ে দেবে। কিছু উপায় খুঁজে না পাওয়ায় নিরুপায় আশা হাসিবুলের কথায় রাজি হয়ে যায়। এর মধ্যে হাসিবুল ফোনে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে আশাকে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বলে তাকে বিয়ে করবে বলে। আশা কিছু বাহানা দেখিয়ে রাজি না হলে হাসিবুল আগের মতোই আবার হুমকি দিতে শুরু করে।

গত ২৯ শে মে সোমবার সকালে হাসিবুল আশাকে ফোন করে ফুসলিয়ে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসে। তারপর তারা দুজনে মিলে সেউড়ি স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে আন্ডাল যায়, সেখান থেকে ট্রেন ধরে আসানসোল যায় এবং আসানসোল থেকে ধানবাদ যায়। সেখানে তারা কোন এক কালী মন্দিরে বিয়ে করে তারপর স্টেশনে রাত কাটায়। পরেরদিন সকালে ধানবাদ থেকে উত্তরপ্রদেশ যায় সেখানে হাসিবুল আশাকে কোন এক মসজিদে নিয়ে যায়। মসজিদের লোকেরা আসার ১৮ বৎসর না হওয়ায় তাদের দুজনকে ফিরিয়ে দেয়। এইদিকে আশার মা বাবা আশাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করলে জানতে পারে যে তাঁদের মেয়েকে হাসিবুল নামের এক ব্যক্তি নিয়ে যায়। তারপর আশার মা বাবা তখন একটি অভিযোগ পত্র নিয়ে সিউড়ি থানায় যান। পুলিশের চাপে পড়ে হাসিবুল তখন আশাকে ১লা জুন ছেড়ে দেয়। কিন্তু হাসিবুলকে এখনো গ্রেফতার করা যায়নি এবং হাসিবুলের কাছে আশার আধার কার্ড, জন্ম সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্কের পাশবই আছে বলে জানা যায়।

১ম পাতার শেষাংশ

জেহাদী আক্রমণে জ্বলছে পশ্চিমবঙ্গ

তেলেভাজার দোকান, ব্রজেন রায়ের ব্যাগের দোকান, রাজকুমারের মোবাইলের দোকান, মিলন আমিনের জুয়েলার্স-এর দোকান ভাঙচুর চালায়। শায়েস্তানগরে মসজিদের মাইক থেকে ডাক দিয়ে লোক জড়ো করা হয়। এমনকি মাদ্রাসার পড়ুয়ারাও অবরোধ ও ভাঙচুরে অংশগ্রহণ করেছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

আক্রমণকারীরা পুলিশের উপরও আক্রমণ চালায়। বাদুড়িয়া থানা আক্রমণ করে ভাঙচুর চালানোর সাথে সাথে উন্মত্ত জনতা ৪টি পুলিশের গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে। কেওশা গ্রামে কমপক্ষে ৭টি পুলিশের গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় মুসলমানেরা। জেহাদী আক্রমণকারীদের কাছে পুলিশকে খুবই অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং র‍্যাফ এসে পৌঁছালেও পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। মঙ্গলবারও একই রকমভাবে মগরা, গোপালপুর, গোলাবাড়ি, রুদ্রপুর, তেঁতুলিয়া, মালঞ্চ বাজার-সহ আরও অনেক স্থানের থেকে গন্ডগোলের খবর আসছে। বাদুড়িয়ার রুদ্রপুরে জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় অবরোধ সরাতে গিয়ে নিগৃহীত হন। তাঁর হাতে ও কোমরে চোট লেগেছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায় এদিন সন্ধ্যায় বসিরহাটে ছিলেন। তাঁকেও মারধোরের অভিযোগ ওঠে। তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে আক্রমণকারীরা। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির পরেও বিভিন্ন জায়গা থেকে হামলার খবর আসছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ রোড বিক্ষোভকারীরা অবরোধ করে রেখেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন থেকে ৪ কোম্পানি আধা সেনা নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশে জেলা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ইন্টারনেট ও কেবল যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। বুধবার পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে প্রশাসন। তবে ভুক্তভোগী মানুষের বক্তব্য, পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিলে তাদের এত ক্ষয়ক্ষতির সামনে পড়তে হত না।

ঘটনার আকস্মিকতায় হিন্দুরা প্রথমে দিশাহারা হয়ে গেলেও তৃতীয় দিন থেকে কিছু কিছু এলাকায় হিন্দুরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বিশেষ করে বসিরহাট শহরের ময়লাখোলা, রাজীব পল্লী ও হরিশপুর এলাকায় হিন্দু প্রতিরোধের ফলে দাঙ্গাকারীরা উচিত শিক্ষা পায়।

হিন্দু সংহতির সভাপতি এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, ফেসবুকে পোস্ট একটা বাহানা মাত্র। এ রাজ্যের ইসলামিক সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের শক্তি প্রদর্শনের একটা নমুনা দেখালো বাদুড়িয়া সহ উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে। অচিরেই তা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'-তে পরিণত হবে। হিন্দুদের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার ডাক দেন তিনি। শক্ত প্রতিরোধ, প্রতিকারের পথেই এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে বলে তিনি জানান। নইলে বাঙালী হিন্দুকে আর একবার মাটি খুইয়ে উদ্বাস্তুর অনিশ্চিয়তার জীবনকে বেছে নিতে হবে।

ক্লাস নাইনের ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ মালদায়

ক্লাস নাইনের এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনাটি কালিয়াচক দু'নম্বর ব্লকের রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামের। মোথাবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। এই ঘটনায় এলাকার এক যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে মৃত ছাত্রীর পরিবার। তাদের অভিযোগ, ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুন করেছে এলাকারই যুবক রেজাউল শেখ। গত ২৩ জুন মোথাবাড়ি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ করে সে জানায়, আগের দিন রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ রেজাউল বাড়ির সামনে এসে তাকে ডাকে। বাড়ির বাইরে আসতে বলে। তার কথামতো বাড়ির বাইরে এলে রেজাউল ছুরি দেখিয়ে তাকে সেখান থেকে একটু দূরে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণ করে। ঘটনার কথা কাউকে জানালে তাকে খুন করারও হুমকি দেয় রেজাউল। গভীর রাতে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। তখন স্থানীয় একটি মাঠ থেকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ছাত্রীকে। পরদিন সে নিজেই রেজাউলের বিরুদ্ধে মোথাবাড়ি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, থানায় অভিযোগ দায়েরের পর থেকে রেজাউল ধর্ষিতা ও তার পরিবারকে হুমকি দিচ্ছিল। অভিযোগ তোলার জন্য বারবার চাপও দিতে থাকে। গত ৩০শে জুন, সকালে বাড়ির একটি ঘরে ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা।

পুলিশকর্মীরা এসে দেহটি উদ্ধার করে। ওই ছাত্রীর এক আত্মীয়ের দাবি, আত্মহত্যা নয়, তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। অভিযোগ, থানায় এফআইআর দায়েরের পর থেকে রেজাউল ও তার দলবল অভিযোগ তুলে নেওয়ার চাপ দিয়ে প্রতিদিনই ছাত্রীর বাবা-মাকে মারধোর করত। ভয়ে কয়েকদিন থেকেই ওই ছাত্রীর চার ভাইবোন ওই আত্মীয়ের বাড়িতে রয়েছে। বাবা-মায়ের সঙ্গে বাড়িতে থাকত শুধু ছাত্রীটি। অভিযোগ, শুক্রবার সকালে রেজাউল আবার দলবল নিয়ে সেখানে চড়াও হয়। তাদের হাতে পিস্তল, ছুরি ছিল। দরজা ভেঙে ঘরের ভিতরে ঢোকে তারা। এরপর শ্বাসরোধ করে খুন করার পর ওই ছাত্রীকে ঝুলিয়ে দিয়ে চলে যায়। এই ঘটনায় পুলিশকেও দায়ী করেছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, ধর্ষণের অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ রেজাউলকে গ্রেফতার করতে কোনও সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। যদিও এ নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করেনি মোথাবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। তারা জানিয়েছে, এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবকের খোঁজ চলছে।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ মন্তেশ্বরে ধৃত ১

মন্তেশ্বরের ধেনুয়া গ্রামের কাছেই পাতুনের মোড় থেকে এক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম সমীর শেখ, ধৃতের বাড়ি কাটোয়ার কুয়ারা এলাকায়। গত ১৩ই জুন সমীর শেখ ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করলে পুলিশের সন্দেহ হয়। তারপর তাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে একটি ওয়ান শার্টার বন্দুক ও একটি গুলি তার কাছ থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা যায়, বেশ কয়েকদিন ধরেই ধেনুয়া এলাকায় ধর্মরাজের পুজো ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তাই এই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। বুধবার ধৃতকে কালনা মহকুমা আদালতে তোলা হয়। মহামান্য আদালত তাকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের রায় দেন। অন্যদিকে, ওই রাতেই ওই এলাকার ডাউকাডাঙা মোড়ে সাইকেলে করে মন্তেশ্বর থেকে বাড়ি ফেরার পথে ধেনুয়া গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণ মাঝিকে একদল দুষ্কৃতি মারধোর করে বলে অভিযোগ।

৬ বাংলাদেশি ধৃত অশোকনগরে

গত ১৩ই জুন, মঙ্গলবার রাতে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগর থানার গুমা চৌমাথা থেকে আটক করে ছয় বাংলাদেশিকে। ধৃতদের নাম সেলিম আহমেদ, ইকবাল হোসেন, মহম্মদ মোসেদ মিয়া, সিপন আলি, সহেল আলি ও নাসিমা ব্যাপারী। ধৃতদের কাছে কোন বৈধ কাগজ ছিল না বলে জানিয়েছে প্রশাসন। তারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে। ধৃতদের জেরায় জানা যায় তারা দালালদের হাতে পরে কাজের খোঁজে এদেশে আসে মুম্বই যাবে বলে। কিন্তু তাদের কথায় অসঙ্গতি ছিল বলে সূত্র মারফত জানা যায়। গত ১৪ই জুন, বুধবার ধৃতদের বারাসাত আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

নিরাপত্তারক্ষীদের বেধড়ক মার মন্ত্রীর আত্মীয়দের

রোগীর পরিবার নাকি মন্ত্রীর আত্মীয়। তাই যা খুশি করা যায়। হাসপাতালে মহিলা ওয়ার্ডে একজনের বেশি ঢুকতে বাধা দিয়েছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। শুরু হল মারধর। ঘটনায় আহত হয়েছেন গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ১০-১২ জন নিরাপত্তারক্ষী। ঘটনাস্থলে গিয়ে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ৬ জনকে আটক করে।

গত ২৮শে জুন গঙ্গারামপুর থানার শিবপুরের ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা কুলসুমা বিবি গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন। রাতে অসুস্থ রোগীকে দেখতে যান তাঁর মেয়ে ও জামাই। অভিযোগ, মেয়েকে রোগীর সঙ্গে দেখা করতে দিলেও, জামাইকে ঢুকতে বাধা দেন কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীরা। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে একবারে একজনের বেশি রোগীর সঙ্গে দেখা করা যায় না। এছাড়াও বিশেষ করে মহিলা ওয়ার্ডে পুরুষরা সবসময় ঢুকতে পারেন না।

অভিযোগ, গত ২৯শে জুন সকালে ২০-২২ জন বহিরাগতকে নিয়ে এসে নিরাপত্তারক্ষীদের বেধড়ক মারধর করেন রোগীর আত্মীয়রা। মারধরের সময় বারবার মন্ত্রী বাচ্চু হাঁসদার নাম নেওয়া হয় বলে অভিযোগ নিরাপত্তারক্ষীদের। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসে গঙ্গারামপুর থানার আইসি মকশেদুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী। আসে কমব্যাট ফোর্সও। নিরাপত্তারক্ষীরাই ওদের মারধোর করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন রোগীর পরিবার।

স্বদেশ সংহতি সংবাদ-পূজা সংখ্যার জন্য গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও নাটক পাঠান।

সেনাকর্মী, হিন্দু নেতাদের টার্গেট করতে মুজাহিদিনকে নির্দেশ আল কায়দার

ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছে আইএস। পশ্চিম এশিয়ায় প্রশ্নের মুখে অস্তিত্ব। সংগঠন বাড়াতে ভারতীয় উপমহাদেশকেই নিশানা করল আল কায়দা। এক্ষেত্রে তাদের পুঁজি কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আবেগ। সম্প্রতি আল কায়দার এক প্রচারপত্রের কিছু নির্দেশাবলী নয়াদিল্লির চিন্তা বাড়িয়েছে। মুজাহিদিনদের উদ্দেশে যেখানে বলা হয়েছে, বেছে বেছে খতম করতে হবে সেনাকে। তবে সাধারণ মানুষ যেন বিপদে না পড়েন। সেনাকে মুছে দিয়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছে আল কায়দা।

অনেকদিন ধরে চেষ্টা চলছিল। তেমন সুবিধা হচ্ছিল না। এবার ভারতীয় উপমহাদেশে সংগঠন বাড়াতে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাল আল কায়দা। এই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন উপমহাদেশের রণকৌশল ঠিক করতে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেছে। যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে ভারতবিরোধী মন্তব্য। আল কায়দার নিশানা ভারতের নিরাপত্তারক্ষী এবং প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু নেতারা। যে প্রচারপত্রে রয়েছে উপমহাদেশে মুজাহিদিনদের জন্য বেশকিছু নিয়মাবলি। কোড অব কন্ডাক্টে জানানো হয়েছে, মুজাহিদিনদের উদ্দেশ্য কী হবে। কী করণীয়, কোনটা করা যাবে না। আল কায়দা স্পষ্ট করে দিয়েছে সেনারাই তাদের লক্ষ্য। তারা যুদ্ধক্ষেত্র, ব্যারাক কিংবা বাড়িতে, যেখানেই থাকুন না কেন হামলা চালাতে হবে। শরিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই করতে হবে।

নিশানার ক্ষেত্রে কারা অগ্রাধিকার পাবে তাও ঠিক করে দিয়েছে আল কায়দা। সেনার থেকেও অফিসারকে আগে খতম করতে হবে। পুস্তিকায় বলা হচ্ছে যে সব অফিসাররা কাশ্মীরে 'ভাই'দের হত্যা করেছে তাদের পৃথিবীতে রাখা যাবে না। পুস্তিকায় কাশ্মীরের একাধিক উল্লেখ টানা হয়েছে। সংগঠন বাড়াতে উপমহাদেশের প্রধান করা হয়েছে এক ভারতীয়কেই। উত্তরপ্রদেশের সম্ভলের একদা বাসিন্দা মওলানা আসিম উমর এই দায়িত্ব পেয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রে খবর, প্রাক্তন হিজবুল কমান্ডার জাকির মুসা নতুন সংগঠন তৈরি করেছে। এদের সঙ্গে হাত মেলাতে চাইছে আল কায়দা।

কয়েক সপ্তাহ আগে কাশ্মীরে এক ডিএসপিকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। আল কায়দার প্রচারপত্রে বলা হচ্ছে অন্যভাবে না মারলে দরকারে পিটিয়ে মেরে ফেলতে হবে। আইএসের থেকে তারা যে আলাদা তা প্রচারপত্রে বুঝিয়ে দিয়েছে আল কায়দা। পুস্তিকায় বলা হচ্ছে মুজাহিদিনরা কোনওভাবে নিরীহ হিন্দু, মুসলিম বা বৌদ্ধদের ওপর হামলা চালাবে না। এমনকী কোনও ধর্মীয় স্থানেও হানা নয়। পশ্চিম এশিয়ায় আইএস-এর দ্রুত বৃদ্ধির ফলে অনেকটাই চাপে আল কায়দা। ভারতীয় উপমহাদেশকে সামনে রেখে তারা এবার ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, আল কায়দার গতিবিধির ওপর নজর রাখছেন তাঁরা। প্রাক্তন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি জাকির মুসা নতুন গোষ্ঠী গড়েছে, খোলাখুলি জানিয়েছে, সে আল কায়দার অনুগামী। এরপরেই আল কায়দার ভারতের দিকে নজর পড়েছে বলে মনে করছেন তারা।

আল কায়দা চেষ্টা করছে নিজেদের আইএসের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে। যা সবথেকে আশঙ্কার, তা হল, তারা উপমহাদেশে সক্রিয় বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীকে 'ইসলামিক এমিরেট অব আফগানিস্তান' নামে এক ধারণার অনুগামী হতে বলেছে। গোয়েন্দা সংস্থা ও তাদের কর্মীদের টার্গেট করারও নির্দেশ দিয়েছে তারা। গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, এই মুহূর্তে এই আল কায়দা এই ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট বা একিউআইএস দেশের পক্ষে সবথেকে বড় বিপদ। ২০১৪-র সেপ্টেম্বরে আল কায়দা প্রধান আয়মান আল জাওয়াহিরি ও আসিম উমর এই সংগঠনের গোয়েন্দা সংস্থা আইএস ও দেশের বিভিন্ন জায়গায় সক্রিয় একাধিক স্লিপার সেল। ২০১৫-র ডিসেম্বরে এমনই বেশ কয়েকটি স্লিপার সেলের পর্দাফাঁস করে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল।

(সূত্র ঃ দৈনিক যুগশঙ্খ)

'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত হিন্দু গ্রামবাসীরা

ঈদের নামাজ সেরে ফেরার পথে ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষরা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিচ্ছিল। স্থানীয় হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করে। ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের জয়গান করা যাবে না বলে তারা মুসলমানদের পথ আটকায়। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানরা হিন্দুদের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। গত ২৬শে জুন চোপড়া তানার অন্তর্গত সোনাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের উদরাগুড়ি গ্রামে এমনই ঘটনা ঘটালো ইসলামিক সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

সূত্র মারফত জানা যায়, ঈদের নামাজ সেরে ফেরার পথে একদল মুসলিম যুবক পাকিস্তানের নামে স্লোগান দিতে থাকে। উদরাগুড়ি গ্রামের হিন্দুরা তাদের পথরোধ করে বলে, এরকম স্লোগান এখানে দেওয়া যাবেনা। উভয়ের বচসার মধ্যে মুসলিমরা হিন্দুদের আক্রমণ করে বসে। উদরাগুড়ি গ্রামের ৭-৮টা বাড়িতে তারা ভাঙচুর চালায়। বেশ কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগের খবরও পাওয়া গেছে। তাদের আক্রমণে বেশ কয়েকজন হিন্দু আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ততক্ষণে হিন্দুদের যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর গ্রামে গত ২২শে জুন বৃহস্পতিবার তিনজন গরুচোর গণপিটুনিতে মারা যায়। এরা সকলেই ইসলামিক সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকার মুসলিমরা ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উদরাগুড়ি এক বাসিন্দা জানান, পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করে মুসলমানরা তাদের এই ক্ষতি করে দিয়ে গেল। সমস্ত ঘটনাটাই পূর্বপরিকল্পিত। তিনজন গরুচোরের মৃত্যুর বদলা তারা এভাবে নিল বলে তিনি জানান।

ভারতে থেকেও পাকিস্তানের জয়ধ্বনি পুরুলিয়ায়

চ্যাম্পিয়ান ট্রফি ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান খেলার দিন পুরুলিয়ায় এক মুসলিম পাকিস্তানের জয়ধ্বনি দেওয়ায় এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বলে জানা গেছে। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, সেই ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সকাল থেকে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সেই ব্যক্তির সমর্থনে অসংখ্য জেহাদি পুরুলিয়া শহরের পথে নামে এবং তাদের সাথে পুলিশ ও হিন্দুদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। শহরের পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আশেপাশের এলাকার হিন্দুরাও এই ঘটনার ফলে জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে জানতে পারা গেছে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

হিন্দু গৃহবধূকে গরম জল দিয়ে ঝলসানো হল

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ঝলসানো হিন্দু গৃহবধূর সজলা শীলের পাশে দাঁড়ায়নি পুলিশ। সে আইনী সহায়তা থেকে বঞ্চিত। অভিযোগ পাওয়া গেছে, রমজানের প্রথম দিন গরম জল দিয়ে তার শরীর ঝলসে দিয়েছেন তারই বাড়িওয়ালার ছেলে। ঘটনার পর থেকেই এটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে গৃহবধূকে ঝলসানো ছবি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ''ভাইরাল'' হয়ে পড়ায় এলাকায় রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়েছে। এক প্রকার বিনা চিকিৎসায় দগদগে ক্ষত নিয়ে ওই গৃহবধূ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, স্থানীয় সংবাদিকরা তথ্য সংগ্রহে গেলে তাদের প্রবেশেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। জানা গেছে, স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দিতে বাধা দিচ্ছে। আহত গৃহবধূ স্থানীয় উলুকান্দির রেপারীপাড়া এলাকার স্বপন শীলের স্ত্রী বলে জানা গেছে। সংখ্যালঘু হওয়ায় থানায় অভিযোগ করতে ভয় পাচ্ছেন তারা। গোপালদী ফাঁড়ির পুলিশকে স্থানীয়রা এ ব্যাপারে অবহিত করলেও, রহস্যজনক কারণে কোন প্রকার ব্যবস্থাই নেয়নি পুলিশ। নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদেরকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে। স্থানীয় একযুবক নাম না প্রকাশের শর্তে জানান, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গৃহবধূকে গরম জল দিয়ে ঝলসে দিয়েছেন তার বাড়িওয়ালা মৃত জালালের ছেলে শাহআলম। তাকে স্থানীয় আওয়ামী লীগের একনেতা আড়ালে থেকে সহযোগিতা করছেন। এতে নির্যাতিতার পরিবার অভিযোগ করতে ভয় পাচ্ছেন। তবে এলাকাবাসীর দাবী পুলিশ যেন গৃহবধূকে উদ্ধার করে আসল ঘটনা উদ্ঘাটন করে জনসম্মুখে প্রকাশ করেন এবং তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

এদিকে, গোপালদী ফাঁড়ির পুলিশের ইনচার্জ আহসানের দাবী কেউ অভিযোগ না করায় পুলিশ কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারছে না। আরও বলেন, আড়াইহাজার থানার ওসি সাখাওয়াতে হোসেন স্যারকেও এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছে। তিনিও ভিকটিমের পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ নেওয়ার জন্য বলেছেন। ৫নং ওয়ার্ডের কমিশনার মোসলেম বলেন, সজলা শীল বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গোপালগঞ্জে হিন্দুদের পুকুর দখলে ব্যর্থ হয়ে মারপিট

গত ২৮শে জুন, বুধবার বাংলাদেশের কাশিয়ানী উপজেলার জোতকুরা গ্রামে চারটি হিন্দু পরিবারের যৌথ পুকুর দখলে বাধা প্রদান করায় ওই পরিবারগুলিকে মারধোর করে উচ্ছেদের হুমকি দিয়েছে একই গ্রামের নায়েম মোল্লা ও তার লোকজন। মারধোরের ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ২ জন গোপালগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আহত সঞ্জয় রায় বলেন, 'পার্শ্ববর্তী সীতারামপুর গ্রাম থেকে আমাদের বাড়ির পাশে জমি কিনে বাড়ি করেন মৃত খালেক মোল্লার ছেলে নায়েম মোল্লা। গত ২৮শে জুন সকালে নায়েম মোল্লা আমাদের ৪টি পরিবারে যৌথ পুকুরটি দখল করে সেখানে মাছের পোনা ছাড়তে যায়। এসময় আমাদের মুরব্বী সুকুমার বিশ্বাস তাকে নিষেধ করলে নায়েম গালিগালাজ করে বাড়ি চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে নায়েম আমাদের বাড়িতে এসে বাড়ির বাচ্চা ও মহিলাদের চড় থাপ্পড় মারে। প্রতিবাদ করলে সে তার গ্রামের সম্প্রদায়ের লোকজনদের খবর দেয়। খবর পেয়ে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়িতে এসে লোকজনদেরকে বেধড়ক মারতে শুরু করে। এসময় আমাকে ও সুকুমার বিশ্বাসের স্ত্রী চম্পা বিশ্বাসকে রাম দা দিয়ে মাথায় কুপিয়ে এবং লাকী রানী রায়, নিপা রায়-সহ ১০ জনকে পিটিয়ে আহত করে। বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সময় এ ঘটনা কাউকে না বলা এবং মামলা না করার হুমকি দিয়ে যায় হামলাকারীরা।'

তিনি আরও বলেন, 'শুধুমাত্র পুকুরে মাছের পোনা ছাড়তে নিষেধ করায় নায়েম আমাদের ৪/৫টি হিন্দু পরিবারের সদস্যদের উপর এমনভাবে হামলা চালাবে ভাবতে পারিনি। সে শুধু হামলা করে ক্ষান্ত হয়নি বরং আমাদেরকে মেরে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ারও হুমকি দিয়েছে। এখন আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে জীবনের নিরপত্তাহীনতায় ভুগছি।' কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একেএম আলী নূর হোসেন জানান, এ ব্যাপারে থানায় কেউ কোন অভিযোগ জমা দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হবিগঞ্জে হিন্দু গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যা করল শাইলু মিয়া

হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় সুখিয়া রবিদাস নামে এক হিন্দু গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত ১০ই জুন, শনিবার সকালে উপজেলার সুতাংবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সুখিয়া শায়েস্তাগঞ্জের সুতাংবাজার এলাকার মৃত মনিলাল রবিদাসের স্ত্রী। এ হত্যায় জড়িত অভিযোগে শাইলু মিয়া নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। শায়েস্তাগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ নাজিমউদ্দিন জানান, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের স্বজনদের অভিযোগের ভিত্তিতে শায়েস্তাগঞ্জের চাঁনপুর গ্রামের শাইলু মিয়াকে তার বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছে। শায়েস্তাগঞ্জ থানার ওসি বিডিপোস্টডটকমকে জানায়, 'আজ সকাল ১০ টায় এই ঘটনা ঘটে। শাইলু মিয়া নামের এক সন্ত্রাসী হিন্দু নারীকে পিটিয়ে হত্যা করে তবে এখনও কোন মামলা হয়নি, তবে আমাদের মামলার প্রস্তুতি চলছে।'

৩৪ হিন্দু পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষক

নওগাঁর মান্দা উপজেলার পিড়াকৈর হিন্দুপল্লীতে বাঁশের বেড়া দিয়ে মন্দির চত্বরের জমি দখল, রাস্তা বন্ধ করে রাখার ঘটনায় ৩৪টি হিন্দু পরিবার আতঙ্কিত হয়ে জীবনযাপন করছে। এছাড়াও হিন্দু বাড়িতে হামলা-মারপিট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ক্রমেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে তারা। হিন্দু সম্প্রদায় পল্লীর বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশের অসহযোগিতা ও গাফিলতির কারণে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় সম্প্রদায়ের লোকজনদের নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে তাদের। ওই পল্লীর বাসিন্দাদের অভিযোগ, মন্দির চত্বরের সাড়ে ৭ শতক জমি নিয়ে গ্রামের শ্রীমন্ত সাহা মংলার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষক হাবিবুর রহমানের বিরোধ চলে আসছিল। গত ২৮শে এপ্রিল হাবিবুর রহমান ওই সম্পত্তি জবরদখল করে বাঁশের খুঁটির সাহায্যে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধসহ মন্দির চত্বর বেড়া দিয়ে ঘিরে দেন। এতে গ্রামের ৩৪ হিন্দু পরিবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরে এ ঘটনায় ২৮শে এপ্রিল থানায় অভিযোগ দেওয়া হলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

স্থানীয়রা জানান, গত ৭মে বিকেলে শ্রীমন্ত সাহার ছেলে রিতেন সাহা ধান মাড়াইয়ের মেশিন বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় হাবিবুর রহমানের দেওয়া বেড়ার কিছু অংশ ভেঙ্গে যায়। এর জের ধরে হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভাই মনিরুল ইসলাম-সহ ৯-১০ জন সংঘবদ্ধ হয়ে লাঠিসোটা নিয়ে রিতেন সাহার (২৮) ওপর হামলা চালায়। এ সময় বাধা দেওয়ায় রিতেন সাহার মা সপ্তমী রানী সাহা (৬০), স্ত্রী ছন্দা রানী সাহা (২১), বৌদি লক্ষ্মী রানী সাহা (৩০) ও ভাইঝি বৃষ্টি রানী সাহাকে (১৩) পিটিয়ে জখম করে হামলাকারীরা। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেজিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। ভুক্তভোগী শ্রীমন্ত সাহা জানান, গত ৭মে হামলা ও মারপিটের ঘটনায় ছেলে প্রদীপ সাহা বাদী হয়ে হাবিবুর রহমান-সহ ১২ জনের বিরুদ্ধে থানায় আরো একটি মামলা দায়ের করেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, মামলার আসামীদের গ্রেফতারে টালবাহানা করে পুলিশ। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে গত ৮ই মে, বৃহস্পতিবার আসামীরা আদালত থেকে জামিন নেয়। জামিনে এসে তার পরিবারের লোকজনকে বিভিন্নভাবে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে আসছিলেন হাবিবুর মাষ্টার। তিনি দাবি করেন, জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে হাবিবুর মাষ্টার ও তার লোকজন শনিবার (১০ই মে) রাতের অন্ধকারে বসতবাড়িতে আগুন দিয়ে তাদের পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে। ছোট ছেলে রিতেন সাহাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে মাষ্টার পক্ষের লোকজন। এ অবস্থায় চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে তাদের। তার অভিযোগ, পুলিশ সময়মতো ব্যবস্থা নিলে এই অবস্থার সৃষ্টি হত না। পুলিশের ওপর আস্থা না থাকায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ১২ই মে নওগাঁ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

স্থানীয় চেয়ারম্যান ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা জানান, থানা পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় গত ১৪ই মে বিকেল বেলা বাধ্য হয়ে মন্দির চত্বরে দেওয়া বেড়াটি গ্রামপুলিশ দিয়ে সরিয়ে গ্রামবাসীর চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, শ্রীমন্ত সাহার বসতবাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এরসঙ্গে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি জানান তিনি। এ দিকে পিড়াকৈর গ্রামে হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা-মারপিট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক প্রবীন কুমার দাস। তবে পুলিশের অসহযোগিতা ও গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করে মান্দা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) অনিছুর রহমান বলেন, শ্রীমন্ত সাহার বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। শ্রীমন্ত সাহা ও হাবিবুর মাষ্টারের বিরোধকে কাজে লাগিয়ে তৃতীয় কোন পক্ষ ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে তদন্তে সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অবিলম্বে জড়িতদের আইনের আওতায় নেওয়া হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন তিনি।

প্রেমের ফাঁদে পড়ে অন্তঃসত্ত্বা তরুণী ঃ দেশছাড়ার হুমকি দিচ্ছে এস আই

লাভ জেহাদের শিকার বাংলাদেশের এক তরুণী। সে দেশের খুলনা জেলার খালিশপুর এলাকার ৯ নম্বর রোডের বাসিন্দা আব্দুল আজিজের ছেলে এসআই তাজউদ্দিন মানিক। সম্প্রতি সে চাকরি থেকে বহিঃস্কৃত হয়েছে। সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের এক তরুণীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে দীর্ঘদিন তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে সে। বর্তমানে তরুণী অন্তঃস্বত্তা।

তরুণীটি নিজের অন্তঃস্বত্তা হওয়ার কথা তাজউদ্দিনকে জানিয়ে তাকে বিয়ের কথা বলাতেই যত বিপত্তি দেখা যায়। তাজউদ্দিন মেয়েটিকে বিয়ে করতে অস্বীকার তো করেই, উপরন্ত তরুণী ও তার পরিবারকে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে চাকরিচ্যুত পুলিশের এসআই তাজউদ্দিন মানিক।

প্রতারণার শিকার হিন্দু পরিবারটির অভিযোগ, তাদের জীবননাশের হুমকিসহ অন্তঃস্বত্তা কন্যাকে নিয়ে ভারতে চলে যাবার জন্য ভয় দেখানো হচ্ছে। প্রশাসনিকভাবে তেমনভাবে সাহায্য না পেয়ে খুলনা প্রেসক্লাবে ১৫ই জুন এক সাংবাদিক সম্মেলন করে শেফালী রায় ও তার প্রতারিত মেয়ে সীমা রায় তাদের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরে। একইসঙ্গে তারা তাদের জীবনরক্ষা তথা প্রতারক তাজউদ্দিনের শাস্তি ও হাতিয়ে নেওয়া টাকা উদ্ধারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য প্রার্থণা করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে শেফালী রায় বলেন, প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাজউদ্দিন তার মেয়ে সীমা রায় (২০) কে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে কথিত বিয়ে করে। মেয়ের সুখের কথা ভেবে পরিবারটি তা মেনে নেয়। সুযোগ সন্ধানী তাজউদ্দিন সীমার পরিবারের কাছ থেকে নগদ ও স্বর্ণালঙ্কার-সহ প্রায় ৭৩ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। এরপর সীমা অন্তঃস্বত্তা হয়ে পড়লে তাজউদ্দিন তাকে তাড়িয়ে দেয়। প্রতারক তাজউদ্দিন এর আগেও তিনটি বিয়ে করেছে এবং তাদের সাথেও একই রকম প্রতারণা করেছে। প্রথম স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতেই তার পুলিশের চাকরিটি খোয়া যায়। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হলেও যে আইনের ফাঁকফোকড় দিয়ে বেড়িয়ে আসে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে খালিশপুর থানার ওসি আমীর তৈমূরইলী জানান, গত ১৮ই মে তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই মামলায় সে আদালত থেকে জামিন নিয়েছে।

আক্রান্তদের নামেই এফআইআর

বাসন্তীতে সভা শেষে হিন্দুরা আক্রান্ত

হিন্দুদের অস্তিত্বরক্ষা ও হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে গত ২৯শে জুন দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার সোনাখালি বাসস্ট্যান্ডে সভা করে হিন্দু সংহতি। সেই সভার নেতৃত্ব দেন হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি তপন ঘোষ। এই সভা করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে কোন অনুমতি না দেওয়া হলেও কার্যত নিজেদের দায়িত্বেই সেই সভা করে হিন্দু সংহতির কর্মীরা। সভা ঘিরে উত্তেজনা থাকায় সেদিন প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল এলাকায়।

এই সভাকে কেন্দ্র করে এলাকায় হিন্দুদের মধ্যে ছিল প্রচন্ড উন্মাদনা। ক্যানিং, বারুইপুর, চড়াবিদ্যা প্রভৃতি এলাকা থেকে দলে দলে হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থকরা মিছিল করে সভাস্থলের দিকে আসতে থাকেন। স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণও রাস্তার দু-ধারে দাঁড়িয়ে তাদের স্বাগত জানান। ধীরে ধীরে সভাস্থলে প্রায় হাজার দশেক হিন্দুত্বপ্রেমীর জমায়েত হয়। ইতিমধ্যে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ সভাস্থলে উপস্থিত হলে তাঁকে কেন্দ্র করে প্রবল উৎসাহ দেখা যায় উপস্থিত জনতার মধ্যে। উদ্বোধনী সঙ্গীত এবং আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে সভার শুভ সূচনা হয়। সভাপতি তপন ঘোষ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংহতির সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য্য, সহ সভাপতি শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, স্থানীয় হিন্দু নেতা ডাঃ অমল রায় এবং সুদূর দেওঘর থেকে আগত তরুন সন্ন্যাসী স্বামী রাধাকান্তানন্দ মহারাজ।

সুষ্ঠুভাবে সভার কাজ শেষ হওয়ার পর যখন দলে দলে হিন্দু সংহতির কর্মীরা বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময় বাসন্তী চৌমাথায় মনছুর মোড়ে হিন্দু সংহতির কর্মীদের উপর হামলা করে একদল মুসলিম দুষ্কৃতি। কেন বাসন্তীতে এই হিন্দু সংহতির সভা করা হয়েছে সেই প্রশ্ন তুলে একাধিক হিন্দুদের উপর এই অত্যাচার। মুহূর্তে এই খবর ছড়িয়ে যায় চারিদিকে। খবর পেয়ে বাসন্তীর বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মোড়ে হিন্দুরা পথে নেমে আসে। মনছুর মোড়ের পর দুষ্কৃতিরা বাসন্তীর পালবাড়ি এলাকায় এসে উত্তেজনা ছড়ানো ও হিন্দু সংহতির কর্মীদের উপর হামলা করতে গেলে রুখে দাঁড়ায় হিন্দুরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সামান্য ধ্বস্তাধস্তি হয়। ঘটনাস্থলে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকায় তৎক্ষণাৎ মিটে যায় সমস্যা।

এরপর ওইদিনের সভার প্রতিবাদে বাসন্তী থানার সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। এমনকি তারা বাসন্তী থানার উপর চড়াও হয়। সেইসময় পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী লাঠিচার্জ করে সরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীদের।

এ প্রসঙ্গে হিন্দু সংহতির সভাপতি বলেন, ''প্রশাসন এখন সওকাত মোল্লার মত কিছু লোকেদের কথায় ওঠাবসা করছে। ওদের কথাতেই আমাদের সভা করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। আমরা নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে সুস্থ ভাবে সভা করি। তবু সভা থেকে ফেরার পথে সওকাত মোল্লার নেতৃত্বে আমাদের কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয়। ওরাই বাসন্তী থানার উপর হামলার জন্য এলে পুলিশ ওদের লাঠিচার্জ করে সরিয়ে দেয়। আর থানায় আমাদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের হলো? বাসন্তী তথা দক্ষিণ ২৪ পরগণার পুলিশ প্রশাসন এই সওকাত মোল্লাদের কথায় চলছে। পুলিশ প্রশাসনকে এরাই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে। এটা অত্যন্ত লজ্জার।''

জমি নিয়ে বিবাদে মারধোর হিন্দু গৃহবধূকে

গত ৯ই জুলাই, গোবিন্দপুর হরিতলা পাড়া গ্রামে বিকেল ৫ টার দিকে যমুনা দাস তার দুটি ছাগল মাঠে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যায়। ঠিক ওই সময় পাশের জমির মালিক মহিম সেখও (পিতা-হিলু সেখ) তার খেত দেখতে মাঠে যায়। মহিম সেখের দাবী যমুনা দাসের ছাগল তার ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছে। কিন্তু যমুনা দাস তা অস্বীকার করলে দুজনের মধ্যে বচসার সৃষ্টি হয়। মহিম সেখ যমুনা দাসকে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা মারায় যমুনা দাস রেগে গিয়ে মহিমের গালে চড় মারে। তারপর প্রতিবেশীরা এসে উভয়পক্ষের ঝামেলা মিটিয়ে দেয়।

ওই দিনই সন্ধ্যেবেলায় মাহিম সেখ প্রায় ১০-১৫ জন লোক নিয়ে যমুনা দাসের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাকে আর তার দুই মেয়েকে প্রচন্ড মারধোর করে। তবুও উভয়পক্ষকে ছাড়িয়ে দেয় প্রতিবেশীরা। যমুনা দাসের মাথায় চোট লাগে। ওইদিন রাতেই যমুনা দাস শান্তিপুর থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মহিম সেখকে গ্রেফতার করে।

তারপর গত ১০ই জুলাই যমুনা দাসের দাদা মধুবাবুকে এলাকার টিএমসির নেতারা জোর করে কেস মিটিয়ে নেওয়ার জন্য। ২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে মধুবাবুকে জোর করে মীমাংসায় বসায়। ঠিক ওইদিনই মহিম সেখ জামিন পেয়ে যায়। ক্ষতিপূরণ বাবদ মধুবাবু হাতে ১০ হাজার টাকা পায়।

হেরোইন-সহ ধৃত রঘুনাথগঞ্জে

গত ২৩শে জুন, শুক্রবার সকালে রঘুনাথগঞ্জ থানার উমরপুরের ৩৪নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন একটি গ্যারেজ থেকে পাঁচশো গ্রাম হেরোইন-সহ তিনজনকে আটক করে সিআইডি মুর্শিদাবাদ শাখা। সিআইডি জানিয়েছে, ধৃতরা প্রত্যেকে রঘুনাথগঞ্জের মিয়াপাড়ার বাসিন্দা। ধৃতদের নাম লুতফার রহমান, সাবির শেখ, কাউসার শেখ।

জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এক গ্যারেজে ক্রেতা সেজে ঢুকে সিআইডি-এর অফিসাররা তিনজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতদের তিনজনকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

পাকিস্তানের জয়ে উল্লাস মুসলমানদের

ভারত-পাকিস্তান খেলার হার-জিত নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হুগলী জেলার চন্দননগরে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে।

১৮ই জুন, রবিবার আইসিসি আয়োজিত ৫০ ওভারের একদিনের ম্যাচে ফাইনালে ভারত-পাকিস্তানের কাছে হেরে যায়। চন্দননগরের উর্দি বাজারের মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা পাকিস্তানের জয়ে বিজয় মিছিল বের করে। হাতে তাদের পাকিস্তানের পতাকা, মুখে তাদের পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিছিল থেকে ভারত বিরোধী স্লোগানও উঠেছিল। মিছিল রাজপথে এলে স্থানীয় হিন্দুরা তাদের বাধা দেয়। তাদের দাবি ভারতের মাটিতে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলা চলবে না। এমন কি পাকিস্তানের পতাকা সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানায় তারা। স্লোগান ও পাল্টা প্রতিবাদ জানানোকে কেন্দ্র করে এলাকা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উভয়পক্ষের বচসা এক সময়ে ব্যাপক মারামারির আকার নেয়। ইঁট ও বোতল বৃষ্টি হতে থাকে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়ে চন্দননগর হাসপাতালে ভর্তি হয়। মুসলমানরা বেশ কয়েকটি হিন্দুর দোকানে ভাঙচুর চালায় বলে খবর। চন্দননগর থানার ওসি খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে সংঘর্ষ সামাল দিতে তারা ব্যর্থ হন। এরপর ঘটনাস্থলে আসেন এসডিপিও চন্দননগর রাণা মুখোপাধ্যায় ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (শিল্পাঞ্চল) অতুল ভি। পরিস্থিতি সামাল দিতে সিঙ্গুর সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি থানার ওসি আইসিদের চন্দননগরে নিয়ে আসা হয়। ঘটনার দিন রাত থেকেই চন্দননগরের উর্দিবাজার, ঝাউতলা ও লালদিঘির ধার এলাকায় পুলিশ ব্যাপক টহলদারী শুরু করে। হুগলী পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হার জিত নিয়ে এই গন্ডোগলের সূত্রপাত। সংঘর্ষ বিশাল আকার ধারণ করার আগেই পুলিশ তা নিয়ন্ত্রণে এনেছে বলে তিনি জানান। পুলিশের দাবি পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।

প্রতিবাদে জেলায় জেলায় সংহতি কর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভ

সমুদ্রগড়ের তিন হিন্দু সংহতি কর্মী সঞ্জিত শর্মা, শিবু রাজবংশী ও প্রতাপ সরকারকে অন্যায়ভাবে ফাঁসিয়ে জেলে পাঠালো প্রশাসন। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের সাথে সাথে ড্রাগ ও জালনোট কারবারীর অভিযোগ আনা হয়েছে। কে বা কাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিন্দু সংহতির এই তিনকর্মীকে অন্যায়ভাবে জেলে ভরা হল তার জবাব চাইতেই জেলায় জেলায় অবস্থান বিক্ষোভের সিদ্ধান্ত নিয়েছে হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটি।

হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় লাল্টু শী-র নেতৃত্বে পথ অবরোধ করে সংহতি কর্মীদের মুক্তির দাবী তোলা হয়। কয়েক হাজার লোকের মধ্যে এ ব্যাপারে সংহতি প্রকাশিত লিফলেট বিলি করে তারা। মুকুন্দ কোলের নেতৃত্বে হাওড়ারই আমতায় দীর্ঘক্ষণ ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চলে। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আমতা

স্টেশনেও বিক্ষোভ দেখায় তারা। হরিণঘাটায় সংহতি কর্মী পাঁচু মন্ডলের নেতৃত্বে কয়েকশো লোকের মিছিল বের হয়। প্রশাসনকে ধিক্কার জানিয়ে অবিলম্বে নিঃশর্তে সংহতি কর্মীদের ছেড়ে দেওয়ার দাবী তোলা হয়। বনগাঁতেও হিন্দু সংহতির কর্মীরা বেশ বড় সংখ্যায় জড়ো হয়ে অবস্থান বিক্ষোভ দেখায়। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন জায়গায় সংহতি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

রথের শোভাযাত্রাকে ঘিরে উত্তেজনা নন্দীগ্রামে

রথের শোভাযাত্রার উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য করায় উত্তেজনা ছড়াল নন্দীগ্রামে। উভয়পক্ষের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। সঠিক সময়ে পুলিশ ও র‍্যাফ না এলে সংঘর্ষ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারত বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। ৩রা জুলাই উল্টোরথের দিন পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের নৈনান পাড়ায় এমনই ঘটনা ঘটল।

সূত্র মারফত জানা যায়, সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টা নাগাদ উল্টোরথের শোভাযাত্রা মুসলিম অধ্যুষিত বেবপাড়ায় এলে স্থানীয় দুই মুসলিম যুবক হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করতে থাকে। বারণ করা সত্ত্বেও তারা গালিগালাজ বন্ধ করেনি। তখন হিন্দুরা প্রতিবাদ করলে উভয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। হিন্দুদের মারে আহত দুই মুসলিম যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এরপরই বেবপাড়ার মুসলমানেরা একত্রিত হয়ে হিন্দুদের বাড়ি আক্রমণ করে। ইঁট পাটকেল ছুঁড়ে তারা ভাঙচুর চালায়। বোমা ছোঁড়ার অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে উঠেছে। এতে তিনজন হিন্দু আহত হয়। তাদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হিন্দুরাও একত্রিত হয়ে এর পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু খবর পেয়ে নন্দীগ্রাম থানা থেকে পুলিশ ও র‍্যাফ দ্রুত এসে এলাকা ঘিরে ফেলে। পুলিশি তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

বেবপাড়ার মুসলমানেরা হুমকি দিচ্ছে যে এখান দিয়ে হিন্দুরা গেলে তাদের মেরে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হবে। জায়গায় জায়গায় তারা জড়ো হয়ে ক্রমাগত হিন্দুদের হুমকি দিয়ে চলেছে। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা থাকায় পুলিশি টহলদারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণায় ধৃত ৩ বাংলাদেশি

গত ২২শে জুন, বৃহস্পতিবার জাল পাসপোর্ট ও নিষিদ্ধ ভারতীয় নথি-সহ তিন জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার পেট্রোপোল সীমান্তে। ধৃতদের নাম মহম্মদ সোয়িউব, আনুসুর রহমান, বাদারুল আলম। পুলিশ জানিয়েছে, মহম্মদ সোয়িউব বাংলাদেশের নোয়খালি, আনুসুর রহমান বরিশাল ও বাদারুল আলম খুলনার বাসিন্দা।

গত ২৩শে জুন, শুক্রবার ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। মাননীয় বিচাপতি ধৃতদের দশদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পেট্রোপোল গোয়েন্দা সূত্রের খবর, অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে প্রায়ই বাংলাদেশীরা ভারতে ঢুকে পড়ছে। এদের মধ্যে জঙ্গী থাকাও কোন অসম্ভব নয়। তাই এই তিন বাংলাদেশিদের সাথে কোনও জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগ আছে বলে মনে করছেন এবং সেই ব্যাপারে খোঁজখবর চালাচ্ছে।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি ◆ <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686